Name of the study area: Urban
Length of the interview/discussion: 52:02
ID: IDI_AMR203_HH_U_16 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver?	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity
Male	35	Class-VIII	Caregiver	10000	No	80 Y-male	Banglai

প্রশ্নকর্তা : আসসালামুআলাইকুম চাচা । আমি হচ্ছি এস.এম. এস। ঢাকা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালী কলেরা হাসপাতালে গবেষনা কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত আছি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি সেটা হচ্ছে যে, মানুষ ও বাসা বাড়িতে যে সমস্ত গবাদী পশুপাখি আছে এবং মানুষ আছে , তারা যখন অসুস্থ হয় তারা কি করে ? পরামর্শ এবং চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় ? এবৎ এই অসুস্থতার জন্য তারা এন্টিবায়োটিক কিনো কিনা? এবং এন্টিবায়োটিক কিনার পর সেগুলো তারা কিভাবে ব্যবহার করে ? সে সম্পর্কে আমরা যানতে চাই । তো গবেষনা থেকে আমরা যে সমস্ত তথ্য বা ইনফরমেশন পাবো সেগুলো আমরা জনসাধারনকে ভবিষ্যৎতে উৎসাহিত করার জন্য যাতে তারা সঠিক ভাবে এন্টিবায়োটিক যথাযথ ভাবে এবং নিরাপদ ব্যবহার করতে পারে এজন্য কাজে লাগানো হবে । তো আপনার এযে তথ্য যেটা আমরা এখান থেকে সংগ্রহ করব চাচা, সেটা আমরা সম্পূর্ণ গোপনীয় ভাবে আই.সি.ডি.ডি.আর.বি তে সংরক্ষন করব । শুধুমাত্র গবেষনার কাজেই এটা ব্যবহার করা হবে অন্য কোন কাজে এটা ব্যবহার করা হবে না । তো আপনি যদি অনুমতি দেন তো, আমরা শুরু করতে পারি ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : জি । শুরু করব চাচা?

উওরদাতা: হ্যা । শুরু শুরু ।

প্রশ্নকর্তা : জি আচ্ছা। ধন্যবাদ। তো প্রথমে আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে সেটা হচ্ছে আপনার পরিবার সম্পর্কে , যেমন আপনার কি কাজ করেন চাচা?

উওরদাতা: আমিতো কোন কাজ করি না, রিটায়ার্ড করছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা। কোথায় ছিলেন আগে ?

উওরদাতা: "এ্যাট" বাংলাদেশ লিঃ ।

প্রশ্নকর্তা : সেখানে কি হিসেবে কর্মরত ছিলেন?

উওরদাতা: এই প্রথমতো ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: ঐ শ্রমিক তারপর প্রমশন পাইতে পাইতে কাজ করতে করতে ফোর মেন, সহকারী ফোরমেন ইয়ে---

প্রশ্নকর্তা : সহকারী ফোরমেন হিসেবে। তো রিটার্ড করছেন কবে চাচা ?

উওরদাতা: রিটার্ড করছি প্রায় আজকা অ্যা --- রিটার্ড করছি প্রায় সাত বছর আট বছর হইছে ।

প্রশ্নকর্তা : আট বছর ? তো আপনার পরিবারে এখন কে কে আছে চাচা?

উওরদাতা: আমি আছি আমার ওয়াইফ আছে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তারপর আমার ছেলে আছে , ছেলের বউ আছে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: দুইটা ছেলের ঘরের নাতি আছে ।

প্রশ্নকর্তা : নাতি- নাতিন । দুইজন ?

উওরদাতা: নাতি- নাতিন ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর মেয়ের ঘরে একটা নাতিন আছে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: নাতিন ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আর একটা কামের মেয়ে আছে , কাজের মেয়ে ।

প্রশ্নকর্তা : টোটাল আট জন?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আটজন আপনার পরিবারে । এক সাথেই কি রান্না হয়? সবাই কি একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন?

উওরদাতা: হ্যা । একসাথে সবাই।

প্রশ্নকর্তা : একসাথে খাওয়া দাওয়া করেন । না হ । আচ্ছা আচ্ছা তো আপনার ছেলে কোথায় চাকরী করেন উনি?

উওরদাতা: এই "এ্যাট" বাংলাদেশ লিঃ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি যেখানে ছিলেন "এ্যাট" বাংলাদেশ এই আছে ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো বাড়িতে যারা আছে এইযে আটজন ।

উওরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তা : এরা ছাড়া মাঝে মধ্যে আর কেউ বেড়াতে আাসে আপনার বাসায়?

উওরদাতাঃ এই মেয়েরা আসে ।

প্রশ্নকর্তা : মেয়েরা আসে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা মেয়েরা আসে আর কেউকি আসে?

উওরদাতাঃ আসে এই -------

প্রশ্নকর্তা : কোন আত্মীয়স্বজন আর কেউ?

উওরদাতাঃ আত্মীয়স্বজন যেই খুব কমই আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ হ্যা । শশুড় বাড়িরতে লোক আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। আচ্ছা । আচ্ছা।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : শশুড় বাড়ি ছেলের শশুড় বাড়ি, না? আপনার শশুড়বাড়ি ?

উওরদাতাঃ আমার শশুড় বাড়ি ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার শশুড় বাড়ি থেকে । আচ্ছা আচ্ছা । ছেলের সাইড থেকে কেউ আসে না?

উওরদাতাঃ আসে খুব কম ।

প্রশ্নকর্তা : কমই আসে । আচ্ছা আচ্ছা , আর আপনার বাসায়কি বর্তমানে মানে গবাদি পশুাপখি কিছু পালেন?

উওরদাতাঃ না না ।

প্রশ্নকর্তা : হাঁস মুরগী বা গরু ?

উওরদাতাঃ কিছু নাই ।

প্রশ্নকর্তা : কিছুই নাই । আচ্ছা । তো পরিবারের মাসিক আয় কত ? যেমন আপনার যে এখানে এইযে বিল্ডিং এটাতো আপনার নিজের?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : চারতালা বিল্ডিং । আচ্ছা কতগুলো ফ্লাট ভাড়া দিসেন এখানে?

উওরদাতা: নয়টা ফ্লাট ভাড়া আছে।

প্রশ্নকর্তা : নয়টা ফ্লাট ভাড়া দিসেন । তাইলে একটু আগে আমরা, আপনি বলতেছিলেন হিসাব করে যে মানে সবকিছু গ্যাস কারেন্ট এর বিল বাদ দিয়ে আপনার মাসে কতটাকা ভাড়া এই ঘর থেকে আসে ?

উওরদাতা: মনে করেন এই এভারেজে সাত, সাত নং তেষট্টি হাজার।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: এখানতে পচিঁশ হাজার হয় । গ্যাস বিল , ক্যারেন্ট বিল ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: বাদ দিয়া।

প্রশ্নকর্তা : এটা বাদ দিয়ে টাদ দিয়ে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে তেষট্টি হাজার থেকে পচিঁশ হাজার বাদ দিতে হয়?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : গেলে আট ত্রিশ হাজার টাকা থাকে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর আপনার ছেলের বেতন?

উওরদাতা: ছেলের বেতন পনেরো হাজার টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : পনেরো হাজার টাকা । তো আটত্রিশ আর পনেরো হচ্ছে তিপ্পান্ন হাজার টাকা?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তিপ্পান্ন হাজার টাকার মত আপনার মাসিক আয় । আচ্ছা ছেলের যে আয়টা এটাকি মানে সংসারের কাজেইতো আপনাদের সবার জন্যই তো?

উওরদাতা: সব সব সবার জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর আপনার এই বাড়ি ছাড়া আর কি কি আছে চাচা? এখানে শহরে আর কিছু আছে?

উওরদাতা: আছে ইয়ে শহরে মানে গ্রামে আছে ।

প্রশ্নকর্তা : গ্রামে কি আছে?

উওরদাতা: ঐযে আমার শশুড় বাড়ির এলাকায় ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: অনেক খানি জায়গা, জায়গা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ধানের জমি নাকি ?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : না ভিটে বাড়ি?

উওরদাতা: ভিটে বাড়ি ।

প্রশ্নকর্তা : ভিটে বাড়ি ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা আচ্ছা। কতটুকু হবে ভিটে বাড়িটা ?

উওরদাতা: ধরেন কত ? এই দেড় বিঘার মত ।

প্রশ্নকর্তা : দেড় বিঘার মত । মানে ভিটা বাড়ি ?

উওরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা : এটা মানে শশুড়বাড়ির সাইডের না আপনার ?

উওরদাতা: আমার ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার নিজের?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : দেড় বিঘার মত ইয়া ভিটা বাড়ির জায়গা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর ধানের জমি?

উওরদাতা: ধানের জমি এই কত যানি ? ধানের জমি আধা বিঘার মতন আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আধা বিঘার মত ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর আপনার বাসায় মানে আসবাপত্র এর মধ্যে কি আছে? যেমন: টিভি, ফ্রিজ আর কি কি আছে ? সোজা এগুলো তো দেখা যাচ্ছে ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আলমারী আর কি আছে ?

উওরদাতা: এইতো । টিভি আছে আর ফ্রিজ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর খাট আর বা ?

উওরদাতা: হ্যা খাট আছে , আমার ঘরে একটা খাট ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: ছেলের ঘরে একটা খাট ।

প্রশ্নকর্তা : একটা খাট ; আর যে টিভি, ফ্রিজ কি মানে আলাদা আলাদা? মানে দুই ঘরে দুইটা না একটা?

উওরদাতা: দুই ঘরে দুইটা।

প্রশ্নকর্তা : দুইটা । ফ্রিজ ?

উওরদাতা: ফ্রিজ দুইটা ।

(৫ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা : দুইটা । আচ্ছা ডিপ ফ্রিজ কি নাই?

উওরদাতা: আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আছে । মানে ফ্রিজ তাইলে কি তিনটা নাকি?

উওরদাতা: দুইটা ।

প্রশ্নকর্তা : দুইটা দুইটাই আচ্ছা আচ্ছা । তো ধরেন এখন যেটা বলতে ছিলাম , সাস্থ সেবা নিয়ে মানে আপনারা যে অসুস্থ হলে বা যেই সাস্থ সেবার জন্য কোথায় যান বা কি করেন এ বিষয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম ; সেটা হচ্ছে পরিবারের সবাই কি এখন মোটামুটি সুস্থ আছে আজকে?

উওরদাতা: মোটামুটি সুস্থ ।

প্রশ্নকর্তা : সুস্থ আছে সবাই না ? তবে প্রায় সময়কি এইযে আটজন আপনার পরিবারে সদস্য আপনি সহ প্রায় সময় কি কেউ অসুস্থ হয়ে যায়? মাঝেমধ্যে কিছুদিন পরপর ?

উওরদাতাঃ এই আমিতো নিজেই অসুস্থ ।

প্রশ্নকর্তা : নিজেই ? মানে কি সমস্যা বলেন?

উওরদাতাঃ এই পাঁচ ছয় বছর আগে স্টোক করছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ প্রেসার বাইড়া ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ তারপরে ক্রিসেন্টে ভর্তি হইছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা, ক্রিসেন্ট হাসপাতাল?

উওরদাতাঃ হু ক্রিসেন্ট হাসপাতালে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ ....।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ ওখানো এক সাপ্তাহের মতোন আছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। তো এরপরে মানে এখানে থাকা যখন ঐখান থেকে আসলেন ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : এরপরে আর আপনার কোন সমস্যা আছে শারীরিক কোন সমস্যা?

উওরদাতাঃ সমস্যা আছেই তো ।

প্রশ্নকর্তা : কিরকম সমস্যা?

উওরদাতাঃ এই আগেতো ভালা । স্টোকের আগে শরীর সাস্থ সবদিক দিয়েই ভালো আছিল ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ স্টোকের পরে পায়ে হাটুর মধ্যে ব্যাথা ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথা জি আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ হু এখনো ব্যাথা আছে।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথা আছে না ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এটাকি কনটিনিউয়াস চলতে থাকে ব্যাথাটা সবসময়?

উওরদাতা: না ব্যাথা হাটঁতে গেলে ব্যাথা করে ।

প্রশ্নকর্তা :হাটঁতে গেলে ব্যাথা করে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । এজন্য আপনাকে কোন ঔষুধ কি দিছে?

উওরদাতা: ঔষুধ ই বাংলাদেশ মেডিকেল থেকে ঔষুধ আনছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । ঐটা কি ধরনের ঔষুধ মানে এটাকি কোন এন্টিবায়োটিক বা সাধারন ঔষুধ?

উওরদাতা: না এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : কি ধরনের ঔষুধ?

উওরদাতা: এটা হইলো ঔষুধটা হইলো ক্যালসিয়াম ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আর ব্যাথার ঔষুধ আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথার ঔষুধ আচ্ছা । এন্টিবায়োটিক জাতীয় কোন পাওয়ার ফুল ঔষুধ বা এধরনের কিছু?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : দেখেন হাতের কাছে আছে ঔষুধ নাকি?

উওরদাতা: আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আছে না ?

উওরদাতা: এইযে ব্যাথা হইলে এটা খাই ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথার জন্য এটা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর প্রেসারের ---

প্রশ্নকর্তা : সি ও এন কনটিন নাহ ? সি ও এন টি আই এন একশ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : টি আর ডি, টি আর ডি সি ও এন একশ এইটা ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : এইটা খান ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : এটা এটা কিসের জন্য চাচা?

উওরদাতাঃ এটা ব্যাথার জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথার জন্য ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর এটা দিসে না?

উওরদাতাঃ এটা প্রেসারের ।

প্রশ্নকর্তা :হ্যা আচ্ছা । এনজিলক , এ এন জি আই এল ও সি কে এনজিলক ।

উওরদাতাঃ আর এটা এটা ।

প্রশ্নকর্তা : এনজিলক হ্যা এটা ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ আর ক্যালসিয়াম এটা ।

প্রশ্নকর্তা : সাইক্লিট আচ্ছা। সি ও এ সি এল আই টি সাইক্লিট ফাইভ না ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর এটা কি ?

উওরদাতাঃ ক্যালসিয়াম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । সেনডোকালটি এস এ এন ডি ও সি এ এল টি । সেনডোকালটি ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এগুলা আপনার মানে কতদিন খেতে হবে এই ঔষুধগুলা? আমি পরে দেখবো আলোচনার শেষের দিকে ।

উওরদাতাঃ এগুলা তো ইয়ে রেগুলার খাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : রেগুলারই খাইতে হয় ?

উওরদাতাঃ আর ব্যাথার ঔষুধটা ব্যাথা করলে খাই নাইলে খাই না ।

প্রশ্নকর্তা : জি জি । তো এইযে ডাক্তারের মানে কি নির্দেশিকা যে ঔষুধ খাওয়া সম্পর্কে ? সে কি বলছে ডাক্তাররা ?

উওরদাতা: ডাক্তাররা প্রেসারের ঔষুধতো সারা জীবন খাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : সারাজীবন আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: এটা বাদ দাওয়া যায় না ।

প্রশ্নকর্তা : আর স্টোক স্টোক যেটার ঔষুধ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : স্টোকের যেটা?

উওরদাতা: হু । স্টোকেরইতো প্রেসার ।

প্রশ্নকর্তা : ও প্রেসারের জন্য আচ্ছা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো যে ডাক্তার দেখাইছিলেন ঐটা মানে কি ধরনের ডাক্তার ? তারা কোন স্পেশালিস্ট ? বিশেষজ্ঞ ডাক্তার?

উওরদাতা: হ্যা স্পেশালিস্ট ।

প্রশ্নকর্তা : বিশেষজ্ঞ ডাক্তার?

উওরদাতা: এই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঢাকা মেডিকেলের।

প্রশ্নকর্তা : মেডিকেলের ।

উওরদাতা: নিউরোলোজি ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : নিউরোলোজির ডাক্তার ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এখন মাঝেমধ্যে কি দেখান ডাক্তার কে না এইযে ঔষুধ দিছে এগুলাই খাচ্ছেন ?

উওরদাতা: যেগুলি দিছে ঐগুলি খাই । মাঝে মাঝে বাংলাদেশ মেডিকেল তে--

প্রশ্নকর্তা : বাংলাদেশ মেডিকেল ।

উওরদাতা: এই ডা:২৯ উনার কাছে ।

প্রশ্নকর্তা : উনার কাছে যান ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : উনি কিসের ডাক্তার ডা:২৯ ?

উওরদাতা: উনি মেডিসিনের ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : মেডিসিনের ডাক্তার ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । তো ধরেন পরিবারের থেকে আপনি অথবা অন্য কেউ যেকোন সময় আল্লাহ না করুক অসুস্থ হয়ে যেতে পারে কারো কারো হয়তো জ্বর বা যেকোন ধরনের একটা শারীরিক সমস্যা বা ইয়া হল। তো যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তাইলে তার দেখভাল বা দেখাশুনাটা কে করে ?

উওরদাতা: আমিই করি ।

প্রশ্নকর্তা : আপনিই করেন ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এবং আপনার যে নাতি আছে বা আপনার সন্তান ছেলে বা ওয়াইফ ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : বা যে কেউ অসুস্থ হলে তার দেখ ভালটা কি আপনি করেন না অন্য কেউ করে পরিবারের ?

উওরদাতা: আমি আর আমার পরিবার করে ।

প্রশ্নকর্তা : পরিবার বলতে ?

উওরদাতা: আমার ওয়াইফ ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার ওয়াইফ । তো ইয়ে মানে এই মুহূর্তে কারো ডাইরিয়া , শ্বাস কষ্ট বা অন্য কোন ধরনের অসুস্থতা কি আছে আজকে?

উওরদাতা: আজকে আমার ওয়াইফেরতো শ্বাসকষ্ট আছে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: সে শ্বাস কষ্টর ঔষুধ খায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা শ্বাস কষ্টের ঔষুধ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কতদিন থেকে আপনার এই শ্বাস কষ্ট?

উওরদাতা: এটা শ্বাস কষ্ট আগেতো সমস্ত শরীর ব্যাথার ঔষুধ খাইতে খাইতে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তারপরে শ্বাস কষ্ট শুরু হয়ে গেছে । শ্বাস কষ্ট ঔষুধ এই সাত আট বছর ধইরা ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এটা কি নিয়মিত খায় না মাঝেমধ্যে ?

উওরদাতা: শ্বাস কষ্ট ব্যাথার ঔষুধ নিয়মিত খায় ।

প্রশ্নকর্তা : নিয়মিতই খায় ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা দুইজনই অসুস্থ তাইলে আমরা দোয়া করি আপনারা তারাতারি সুস্থ হয়ে যান । আচ্ছা তো আপনি কি মনে করেন মানে আমরা যে পরিবারে দৈনন্দিক কাজ করি , কাজ করতে গিয়ে কিান সময় কেউ অসুস্থ হয়ে গেছিল ঘরের কাজ বা যেকোন কাজ কর্ম করতে গিয়ে হটাৎ করে কেও সিক বা অসুস্থ হয়ে গেছে এরকমকি হইছে আপনার পরিবারের কেউ?

(১০ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

উওরদাতা: এটা আমিই হইছিলাম । কাজ করতে গিয়ে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: স্টোক কইরা ।

প্রশ্নকর্তা : এইযে বললেন ছয় সাত বছর আগে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কি কাজে করতে গিয়ে হটাৎ আপনি অসুস্থ হইছিলেন ?

উওরদাতা: কাজ মানে ই বাড়ির কাজ করতে টাইমে ।

প্রশ্নকর্তা : এই বাড়ির কাজ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । করতে গিয়ে আপনি অসুস্থ হয়ে গেছিলেন নাহ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো মানে যেটা অসুস্থতা ছিল সেটা হচ্ছেযে , আপনি হটাৎ করে মানে স্টোক করছেন না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি থেকে হইছে ? ডাক্তাররা কি বললো মানে কি জন্য হটাৎ করে এরকম স্টোক হলো ?

উওরদাতা: প্রেসার বাইরে ।

প্রশ্নকর্তা : প্রেসার বেড়ে ? প্রেসার ? আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: প্রেসারের ঔষুধটা আমি নিয়মিত খাই নাই তাই ।

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনের প্রেসার আগে থেকেই ছিল তাইলে ?

উওরদাতা: হ্যা । আগে থেকেই ছিল ।

প্রশ্নকর্তা : মানে তখনকি ডাক্তার বলছিল যে , এই ঔষুধটা খাওয়ার জন্য?

উওরদাতা: হ্যা ঔষুধ খাওয়ার জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনি ঐটা নিয়মিত খান নাই তখন?

উওরদাতা: নিয়মিত খাই নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এগুলো বুঝি নাই তখনো খাই নাই ।

প্রশ্নকর্তা : জি মানে এটা কেন করছেন যে মানে যেহেতু ডাক্তার দিছে ঔষুধগুলো খাওয়া উচিৎ ছিল।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : উচিৎ ছিল ।

উওরদাতা: কিন্তু আমি বুঝি নাই তো যে----

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: প্রেসারের এরকম হইবো তাইলে তো খাইতাম ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা অবশ্যই ।

উওরদাতা: না বুঝে ।

প্রশ্নকর্তা : না বুঝার কারনে ।

উওরদাতা: না বুঝার কারনে ।

প্রশ্নকর্তা : তো আচ্ছা ধরেন পরিবারের যদি কেউ অসুস্থ হয়ে যায় তো আপনি কি এটা বুঝতে পারেন যে একজন অসুস্থ? ধরেন আপনার নাতি নাতনী বা আপনার সন্তান বা ওয়াইফ হটাৎ অসুস্থ হয়ে গেল হ্যা ? তো আপনি তাকে দেখে বা তার সাথে কথা বলে এটাকি বুঝতে পারেন যে সে হটাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেছে ?

উওরদাতা: হ্যা । এটাতো বুঝাই যায় জ্বর আইলে------

প্রশ্নকর্তা : আপনি কি কয়েকটা লক্ষন বা কেমনে বুঝেন যে একটু যদি খুলে বলেন চাচা । কেমনে বুঝেন যে অসুস্থ একটা মানুষকে দেখে আমরা কেমনে বুঝি ?

উওরদাতা: এই কারন বেশীর ভাগতো ঠান্ডা লাগে জ্বর আসে ।

প্রশ্নকর্তা : জি জি ।

উওরদাতা: আর কি ?

প্রশ্নকর্তা :হু ।

উওরদাতা: এই এই রোগটাইতো বেশী ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: ঠান্ডা বা জ্বর ।

প্রশ্নকর্তা : আর যদি অন্য কোন শারীরিক সমস্যা হয় বা ইয়া হয় ।

উওরদাতা: এইযে ঐটা বুঝা যায় না ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটা বুঝা যায় না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু জ্বর বা ঠান্ডা কাশি যেটা হয় ঐটা কি বাহ্যিক ভাবে বা কিভাবে দেখে বা কি দেখে বুঝেন যে অসুস্থ ?

উওরদাতা: ইয়ে জ্বর আইলে তো পোলাপানই বলে জ্বর, খারাপ লাগতেছে তারপরে আর শরীরে হাত দিলে বুঝা যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর ছোট বাচ্চাদের হইলে এরা হইলে ? বয়স্করা হইলে আমরা অনেক সময় বলি , ছোট বাচ্চাদেরটা একটু দেখতে হয় আরকি । তো এখন যেটা হচ্ছে যে সাস্থসেবা নেয়া সম্পর্কিত ; ধরেন তাইলে কেউ যদি অসুস্থ হয় আপনার পরিবারে তাইলে তার প্রাথমিক চিকিৎসা বা ছোটখাট ট্রিটমেন্ট এর জন্য আপনারা সাধারনত কোথায় যান? কোথায় বেশী যান ?

উওরদাতা: এই বাংলাদেশ মেডিকেল।

প্রশ্নকর্তা : বাংলাদেশ মেডিকেল ?

উওরদাতা: ঐ উওরা আধুনিক হাসপাতাল ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা আচ্ছা । তো ঐটা অনেক খরচ না ঐ খানে ?

উওরদাতা: না খরচ খুব একটা বেশী না । এই মনে করেন টিকেট কাটতে নেয় আগে নিততো তিনশ অনে চারশ টাকা নেয় ।

প্রশ্নকর্তা : চারশ টাকা নেয় টিকেট?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । মানে যেকোন রোগের জন্য গেলেই প্রথম টিকেট নিবে চারশটাকা?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এরপরে যে কাকে দেখান ওরা কি ধরনের ডাক্তার?

উওরদাতা: এই মেডিসিনের ডাক্তারই বেশী দেখাই ।

প্রশ্নকর্তা : বেশী দেখান ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ধরেন আপনার পরিবারে আল্লাহ না করুক আপনার নাতি বা নাতিন বা যে কয়জন অসুস্থ হয়,এটাতো একটা সাধারন জ্বর সাধারন কাশি জ্বর হেয় ? এধরনের অসুস্থতার জন্যই কি আপনি বাংলাদেশ মেডিকেলে যান নাকি আসে পাশে কোথাও?

উওরদাতা: আসে পাশে আছে এই -- । কি জানি কয়? না... মেডিকেল ।

প্রশ্নকর্তা : না....?

উওরদাতা: না.... ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ফার্মেসি নাকি ?

উওরদাতা: ফার্মেসি ।

প্রশ্নকর্তা : ফার্মেসি ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো ঐখানে কোন ডাক্তার বসে নাকি যিনি ঔষুধ বিক্রেতা উনার কাছ থেকেই ঔষুধ কিনে নিয়ে আসেন ?

উওরদাতা: না ডাক্তার আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা।

উওরদাতা: এই ছোট খাট ইয়ে হইলে ঐ যে ঔষুধ দিব হের কাছে থেকে আনি ।

প্রশ্নকর্তা : তো বেশীর ভাগ সময়ইকি মানে যিনি ঔষুধ বিক্রি করে ছোট খাট অসুখ এর জন্য উনার কাছ থেকেই আনেন?

উওরদাতা: হ।

প্রশ্নকর্তা : নাকি নাকি ডাক্তার দেখান কোন? এম. বি.বি. এস . ডাক্তার বা এ--- ?

উওরদাতা: এম. বি.বি. এস . খুব কমই দেখাই , দেখাই আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । দেখান তবে ঐ ঔষুধ বিক্রেতা যে উনার কাছে বেশী যান না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো কোন ফার্মেসি বললেন না..?

উওরদাতা: হু । না.. ।

প্রশ্নকর্তা : এটা ছাড়া আর কোন ফার্মেসিতে কি যান?

উওরদাতা: আর "রি" ফার্মেসি আছে ।

প্রশ্নকর্তা : "রি" ফার্মেসি আছে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো কোনটায় বেশী যান চাচা? "রি"তে বেশী না না.. তে বেশী?

উওরদাতা: না..তে বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : না.. ফার্মেসিতে বেশী?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । মানে এইযে সেখান থেকে যায়ে যে ঔষুধটা আনতে হবে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এইযে ধরেন জ্বরের জন্য বা এইযে কোন অসুস্থতার জন্য তো এই সিদ্ধান্তটা পরিবারের থেকে কে জানায় যে যাও ঐখানে যাও ঐখানের থেকে ঔষূধটা নিয়ে আস ?

উওরদাতা: আমিই যানাই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনিই বলেন?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো মানে আরোতো সুযোগ আছে চাচা অন্য ভালো জায়গায় কেন বলেন যে না...তে যাও বা রিনাতে যাও ?

উওরদাতা: এযে কাছে ।

প্রশ্নকর্তা : কাছে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সে যিনি ঔষুধ বিক্রি করতেছে সেতো আসলে কোন ডাক্তার? সেতো কোন ডাক্তার না ।

উওরদাতা: এ ডাক্তার না ঠিক ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ।

উওরদাতা: কিন্তু সে অভিগ্য মানে বিশ পচিঁশ বছর ধইরা এই ডাক্তারের সাথে ছিল সে ।

প্রশ্নকর্তা :আচ্ছা আচ্ছা ডাক্তারের সাথে ছিল ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : সে কোন সাস্থ বিষয়ক কোন তার ডিগ্রি আছে কোন ?

উওরদাতা: না । ডিগ্রি নাই ।

প্রশ্নকর্তা : কিছু বলছে ? অনেকে এযে পল্লী চিকিৎসা , আর এম পি এল আই এম এর কোর্স করে ।

উওরদাতা: পল্লী চিকিৎসক একটা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: ঐ হিন্দু কইরা নামটা কি ? দেবো কইরা নাম ।

প্রশ্নকর্তা : দেবো আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: উনার কাছেও মাঝে মাঝে যাই ।

প্রশ্নকর্তা :উনি কি কোন জায়গায় বসে উনি?

উওরদাতা: উনি স্টিশনেই বসে ।

প্রশ্নকর্তা : স্টেশনে । মানে আলাদা ফার্মেসি?

উওরদাতা: আলাদা ফার্মেসি ।

প্রশ্নকর্তা : ফার্মেসি না চেম্বার দিয়ে বসে ?

উওরদাতা: চেম্বারের মতন আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা : তো প্রথমে মানে সরাসরি ফার্মেসিতে যান ঔষুধ কিনার জন্য? নাকি আগে দেবোকে দেখান আগে?

উওরদাতা: বেশী ইয়ে হলে দেবোকে যায়ে দেখাই যদি ডাক্তার না থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর ঐ না... ফার্মেসিতে কোন পাশ করা ডাক্তার বসে?

উওরদাতা: আছে আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আছে ।

উওরদাতা: এম.বি.বি.এস. ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : এম.বি.বি.এস. আছে । তাইলে বেশীর ভাগ সময় চাচা আগে কোনটা করেন আগে দেবে কে যে পল্লী চিকিৎসক উনাকে দেখান না ফার্মেসি থেকে যিনি ঔষুধ বিক্রি করে উনার কাছে যান নাকি এম.বি.বি.এম ডাক্তারের কাছে যান ?

(১৫ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

উওরদাতা: এম.বি.বি.এস ডাক্তারের কাছে । ডা:২৮ , ডা:২৮ ।

প্রশ্নকর্তা : ডা:২৮?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : উনার কাছে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : উনার কাছে যান তাইলে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : উনার ভিজিট কত?

উওরদাতাঃ আগেতো দুইশ আছিল এখন তিনশ ।

প্রশ্নকর্তা : তিনশ নেয় । কোন প্রেসকিপশন কি দেয় সে?

উওরদাতাঃ প্রেস -- হ্যা ?

প্রশ্নকর্তা : লিখিত কোন প্রেসকিপশন দেয়?

উওরদাতাঃ হ্যা প্রেসকিপশন দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : মানে ঐযে এম.বি.বি.এস ডাক্তারের কাছে গেলে ডা:২৮ ইসলাম?

উওরদাতাঃ হ্যা দেয় প্রেসকিপশন ।

প্রশ্নকর্তা : আর যিনি দেবো ডাক্তার পল্লী চিকিৎসক ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : সে দেয় কোন প্রেসকিপশন ?

উওরদাতাঃ হ্যা দেয় ঔ দেয় প্রেসকিপশন ।

প্রশ্নকর্তা : উনিও দেয়?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর ঔষুধ বিক্রেতা যিনি মানে ঔষুধ বিক্রি করতেছে উনার কাছের থেকে যখন কিনেন ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : সে কি প্রেসকিপশন দেয়?

উওরদাতাঃ না ও তো আমাদের আগের প্রেসকিপশন ঐটা দেখে দেইখা ঔষুধ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা সে দেখে দেয় । সে কোন প্রেসকিপশন দেয় না । আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ আমার প্রেসকিপশন আগের আছে না ?

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: ঐটা দেইখা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আগের প্রেসকিপশন দেখে আপনারটা দেয় ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে যখন ঔসুধের জন্য পাঠান ঐখানে যেয়ে ঔষুধ কিনে নিয়ে আসো তখন কি সে ---

উওরদাতা: বেশীর ভাগ আমরা ইয়ে উওরাতে যাই । মা-- বাংলাদেশ ।

প্রশ্নকর্তা : বাংলাদেশ ।

উওরদাতা: উওরা ..... হাসপাতাল ঐটাতেই বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটা বেশী ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসে তো ।

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ঐখানেতো অনেক খরচ যায় , মানে যেকোনো অসুস্থতার জন্য কি বেশীর ভাগ সময় উওরার ঐখানেই যান নাকি হচ্ছে এযে ফার্মেসি বললেন ?

উওরদাতা: হ্যা ফার্মেসিই যদি ছোটখাট ই হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ছোটখাট?

উওরদাতা: তাইলে আনি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা মানে যিনি ঔষুধ বিক্রি করতেছে উনার কাছে থেকেই ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর দেবো এর কাছে কখন যান? দেবো ঐপল্লী চিকিৎসক যিনি ।

উওরদাতা: যাই, যদি মনে করি যে ঐ না...তে গেলে কাম হইব না তখন দেবো তো অভিজ্ঞ্য তার কাছে যাই ।

প্রশ্নকর্তা : উনার কাছে দেখাই তারপর ফার্মেসি থেকে ঔষুধ নেন আচ্ছা । আচ্ছা তাইলে যিনি ঐযে ফার্মেসি তে যান বা ঔষুধ আনার জন্য যান হ্যেয় ?

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা : হাসপাতালে যদি কেউ যায় ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে যিনি যাচ্ছেন উনার সাথে কে যায় ? আপনার পরিবার থেকে আপনি যদি যান বা কেউ একজন অসুস্থ হয় তাইলে তার সাথে পরিবার থেকে কে যায় ?

উওরদাতাঃ আমি যাই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি যান ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : হয় আপনার সন্তান অসুস্থ হল বা আপনার নাতি নাতনী বা আপনার ওয়াইফ বা ---

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : হেয় আপনার বউ অসুস্থ হল, আপনার ছেলের বউ ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তখন কে যায় বেশীর ভাগ সময় ? আপনি যান?

উওরদাতাঃ হ্যা আমিই যাই ।

প্রশ্নকর্তা : আর কেউকি যায় পরিবার থেকে ?

উওরদাতাঃ পরিবার থেকে আমার ওয়াইফ যায় ।

প্রশ্নকর্তা : ওয়াইফ যায় ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো বেশীর ভাগ সময় কে যায় চাচা?

উওরদাতাঃ হু?

প্রশ্নকর্তা : বেশীর ভাগ সময় কে যায়?

উওরদাতাঃ ও বেশীর ভাগ সময় ?

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ আমিই যাই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনিই যান ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । তো ধরেন যেটা বলতে ছিলাম যে মানে এযে এখানেতো অনেক গুলা জায়গা বললেন যে যেমন দেবো পল্লী চিকিৎসক, না... ফার্মেসি তারপরে হচ্ছে বাংলাদেশ মেডিকেল ; হ্যা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো এইযে যে জায়গা গুলোতে আপনারা যান বিশেষ করে ঐযে ফার্মেসিতে বা হাসপাতালে যখন যান ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এযে সিদ্ধান্ত নাওয়ার যে বিষয় এটা সাধারনত পরিবার থেকে আপনিই নেন?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা । আমিই নেই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনিই নেন । আর মানে ঔষুধ যেটা একটা জিনিস হচ্ছে যে এই হসপিটালটাতে গেলে বা ফার্মেসি থেকে যে ঔষুধ নেন এতে সুবিধাটা কি? ফার্মেসি থেকে ঔষুধ নাওয়ার সুবিধাটা কি ? ছোটখাট অসুখের জন্য বললেন ফার্মেসিতে যেয়ে যিনি ঔষুধ বিক্রি করে উনার থেকে আপনি ঔষুধটা কিনে নিয়ে আসতেছেন । যে আমার এই সমস্যা এটা বলে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এটা করার সুবিধাটা কি চাচা?

উওরদাতা: সুবিধা বলতে এটায় কোন সুবিধা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : সুবিধা নাই ?

উওরদাতা: হ্যা অসুবিধাও নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । নাহ সুবিধা বোধ হয় ঘরের কাছে একটা সুবিধা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তারপর হচ্ছে যে যায়ে ছোটখাট অসুখ বললে আপনি বললেন যে অভিজ্ঞতা থেকে সে অনেক বছর আজকে বিশ-পচিঁশ বছর ধরে করতেছে এটা একটা সুবিধা হইতে পারে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর কি সুবিধা হইতে পারে চাচা?

উওরদাতা: আর কোন সুবিধা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: যেমন ইয়া ইনডিয়াতে গিয়েও চিকিৎসা করছি ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার ? আপনার জন্য?

উওরদাতা: হ্যা । এইযে পায়ের লাইগা ।

প্রশ্নকর্তা : ও আল্লাহ আল্লাহ অনেক ---

উওরদাতা: এইযে ইনডিয়াতেও গেছি ।

প্রশ্নকর্তা : এপোলোতে না?

উওরদাতা: হ্যা আবার এইযে পায়ের লাইগা জ.... হোসেন মিরপুর ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: এখানেও গেছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ট্রমা সেন্টার ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা এটা আমি দেখছি এটার ইয়ে দেখছি ।

উওরদাতা: হ্যা ?

প্রশ্নকর্তা : এটার সাইন বোর্ড আমার বাসার কাছে আমি দেখছি। তো আমি একটু পরে ইয়ে করব চাচা একটু দেখব এখন জাস্ট আলোচনাটা আমরা একটু শেষ করে ফেলি আগে।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : হেয় । তারপরে দেখব । তাইলে এখন যেটা বলতে ছিলাম যে ধরেন এযে সুবিধা বলতে একটা সুবিধা হচ্ছে বাসার কাছে।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ফার্মেসি থেকে ঔষুধ আনতেছেন ছোট খাট অসুখের জন্য ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর কোন সুবিধা কি আছে ?

উওরদাতা: না আর কোন সুবিধা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর যোগ্যতা কেমন ? যিনি ঔষুধ বিক্রি করতেছেন উনারতো আপনি বললেন যে শুধু ঔষুধই বিক্রি করে না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তার কোনো যোগ্যতা আছে মানে ডাক্তারের লাইনে?

উওরদাতা: ডাক্তারের লাইনে ডাক্তারের সাথে ও অনেক বছর ধইরা কম্পাউন্ডারী করছে ।

প্রশ্নকর্তা : কম্পাউন্ডারী করছে । এটা তার একটা অভিগ্যতা ।

উওরদাতা: উনার চাচা আগে ডাক্তার আছিল ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । এটা একটা মানে যোগ্যতা তার। আর এমনে ফার্মেসিতে গিয়ে ঔষুধ আনার কোন বাধা বা সমস্যা আছে ? মানে ওদের কাছে কোন জিনিস মনে হয় এটা একটু সমস্যা হইতে পারে?

উওরদাতা: না । কোন সমস্যা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : সমস্যা নাই না ?

উওরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনি কিভাবে মানে, মানে ইয়া নেন ব্যবস্থা পত্র , কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন যখন ব্যবস্থা পত্র প্রদান কারি ; হেয় ঔষুধের দোকানের মালিক অথবা ডাক্তার কোন ঔষুধ কিনার পরামর্শ দেন ? ধরেন একজন ঔষুধ কিনার জন্য ডাক্তার আপনাকে একটা প্রেসকিপশন দিল হেয়?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই ঔষুধটা যখন আপনি কিনতে যাবেন দোকানে , তো আপনি কি পরিমান ঔষুধ কিনবেন বা কতটুক কিনবেন বা কিনবেন কিনা বা পরবর্তীতে কিনবেন এই সিদ্ধান্ত ডিসিশনটা কিভাবে নেন ? ধরেন ডাক্তারের কাছে গেলেন ।

উওরদাতা: হু ।

(২০ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা : আপনাকে একটা প্রেসকিপশন করলো যে আপনার তো এই সমস্যা নেন এই ঔষুধগুলো কিনেন আপনি এই ভাবে খান ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : প্রেসকিপশনটা দিল ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা :এটা হাতে নেওয়ার পর আপনারতো একটা ডিসিশন নিতে হয় যে হ্যা ঔষুধ গুলো আমি এখন কিনবো ।

উওরদাতা: ডিসিশন এ ডিসিশনতো বাড়ির থেকেই নিয়া যাই যে ডাক্তার দেখাইলে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আমারে প্রেসকিপশন করব ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তাইলে আমার ঔষুধ কিনা আনতে হইব আগেই রেডি হইয়া যাই ।

প্রশ্নকর্তা : রেডি হয়ে টাকা পয়সা গুসায়ে সেভাবে যান?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা আচ্ছা । সে ভাবে যান ।

উওরদাতাঃ বেশীর ভাগ আমরা আধুনিক হাসপাতাল উওরা আধুনিক হাসপাতালে বেশী যাই ।

প্রশ্নকর্তা : বেশী যান ? আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ হ্যা এমনে এযে ইয়ের কাছে না.. ফার্মেসিতে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ এটা ঐ আগের প্রেসকিপশন দেইখা দেইখা ঔষুধ আনি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ এমনে নতুন কইরে কোন ইয়ে ।

প্রশ্নকর্তা : না একটু আগে বলতে ছিলাম আপনি ইয়েতে যান এমনেযে বাংলাদেশ মেডিকেল হসপিটালে যান ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তারপর হচ্ছে না.. ফার্মেসি , আধুনিক হাসপাতালে যান । হ্যা । আর একটা কি বললেন কোনটা এটা ?

উওরদাতাঃ আর একটা হইলো .. , দেবো ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : দেবো ডাক্তারের কাছে যান । তো কোন জায়গা থেকে সবচেয়ে ---

উওরদাতাঃ দেবো হইলো পল্লী চিকিৎসক ।

প্রশ্নকর্তা : পল্লী চিকিৎসক । আর যে হসপিটাল যেটা বললেন ঐটা কোনটা বেশী যান হাসপাতাল যে দুইটা বললেন ?

উওরদাতাঃ উওরা আধুনিক হাসপাতাল ।

প্রশ্নকর্তা : উওরা আধুনিক যেটা সেটা ।

উওরদাতাঃ ঐটার মধ্যে ডাক্তার সবসময় থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : থাকে না । ঐটা খরচ বেশী না? ঐটা প্রাইভেট না ?

উওরদাতাঃ প্রাইভেট ।

প্রশ্নকর্তা : প্রাইভেট।

উওরদাতাঃ হ খুব কম ওখানো কি যানি কয় ?

প্রশ্নকর্তা : টিকেট ?

উওরদাতাঃ টিকেট কাটতো হয় আগে তিনশ আছিল এখন চারশ একশ বাড়াইছে ।

প্রশ্নকর্তা : ঐ চারশ টাকা দিয়েই কি ডাক্তারের ফি টি সবকিছু ঐটাই? ঐটাই ? টিকেট যেটা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটা দিয়েই সবকিছু ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : নাকি হচ্ছে ডাক্তারের জন্য আবার আলাদা ?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটাই ?

উওরদাতা: ঐটাই ।

প্রশ্নকর্তা : ওরা কি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নাকি এম.বি.বি. এস ?

উওরদাতা: বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : বিশেষজ্ঞ ডাক্তার । ও খুবই ভালো আপনাদের হাতের কাছে একটা খুব ভালো ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আমার জানা ছিল না । আচ্ছা মানুষের জন্য ঔষুধ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক এটা নিয়ে একটু যানতে চাচ্ছিলাম চাচা । কোন অ্যা কোন ঔষুধের দরকার হলে আপনি সাধারনত কোথায় যান যেকোন ধরনের ঔষুধ ধরেন এন্টিবায়োটিক বা নরমাল যেকোন ঔষুধ , এটার জন্য আপনারা কোথায় যান বেশী? কিনার জন্য ।

উওরদাতা: বেশীর ভাগতো উওরার তেই নিয়া আসি ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: যদি উওরায় না পাই তখন ইস্টেশনের ঐখান থেকে আনি ।

প্রশ্নকর্তা : স্টেশনের কোন ফার্মেসি এটা ?

উওরদাতা: এটা বিভিন্ন ফার্মেসি এটার নামতো ---

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো এ না... যে বললেন না... থেকে যে একটু আগে বলতে ছিলেন যে বেশী আনেন ?না... থেকে আনেন না?

উওরদাতা: হ্যা না... তে ঐমনে করেন ঔষুধ শেষ হয়ে গেল ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: একবারেতো সব ঔষুধ আনা যায় না ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তো ঔষুধ শেষ হয়ে যাওয়ার আগে আবার ঔষুধ আনি ।

প্রশ্নকর্তা : নিয়ে আসেন ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কোন জায়গা থেকে আনেন ?

উওরদাতাঃ না... না... ।

প্রশ্নকর্তা : না... । আচ্ছা না...টা কি স্টেশন রোডে না?

উওরদাতাঃ এই স্টিশন , স্টিশনেই মানে ---

প্রশ্নকর্তা : স্টিশনে ?

উওরদাতাঃ কাছেই ।

প্রশ্নকর্তা : ও রেলস্টেশনে?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা। রেলস্টেশন আপনার বাসার পাশেই দেখি ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : এইযে ঔষুধ যে আনতে হবে চাচা এই সিদ্ধান্তটা কে নেয় পরিবারের পক্ষ থেকে মানে আপনে নেন নাকি অন্য কেউ ।

উওরদাতাঃ আমিইতো নেই বেশীর ভাগ ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি নেন ।

উওরদাতাঃ আমি আর আমার ওয়াইফ ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি আর ওয়াইফ দুই জনে মিলে একসাথে?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো মানে কে বেশী দোকানে যায় বা ক্লিনিক গুলোতে মানে ঔষুধ আনার জন্য কে যায়?

উওরদাতাঃ আমিই যাই বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি যান আচ্ছা আচ্ছা । যেহেতু কাছে আছে । তো মানে এইযে দোকানগুলোতে যান চাচা মানে কেন যান কি মনে হয় এখানে গেলে কি সুবিধা বা খরচ কেমন? বা কোন সমস্যা আছে কিনা ?

উওরদাতাঃ এগুলোতো ঔষুধতো একটা রেট থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ ঐরেটেই আরকি ঔষুধ আনোন লাগে হেনো সুবিধার মধ্যে এটা কাছে ।

প্রশ্নকর্তা : কাছে । আচ্ছা । আর এমনে ধরেন কিছু জায়গা অনেক সময় দেখা গেছে যে, যেমন আমার বাসার কাছে একটা ঔষুধের দোকান আছে ঐখানে আমরা গেলে আমাকে ৮%, ১০% ডিসকাউন্ট দেয় ।

উওরদাতা: নাহ এরকম কোন ডিসকাউন্ট দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা : এরকম ডিসকাউন্ট দেয় না । আচ্ছা । একটা হচ্ছে যে বাসার কাছে যখন ইচ্ছা হচ্ছে যাইতে পারতেছেন আর কোন অসুবিধা কি আছে চাচা এখান থেকে ঔষুধ আনার ?

উওরদাতা: না কোন অসুবিধা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : অসুবিধা বা ইয়া নাই না ? আচ্ছা । তো মানে পরিবারের পক্ষ থেকে কে সর্বশেষ ঐখানে গেছিলেন ? মানে ঔষুধ কিনার জন্য?

উওরদাতা: আমিই গেছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : আপনিই গেছিলেন না ? মানে কার জন্য গেছিলেন? কি সমস্যা হইছিল ?

উওরদাতা: আমার ওয়াইফের জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : উনার কি সমস্যা? আল্লাহ মাফ করুক ।

উওরদাতা: ঐযে শ্বাস কষ্ট ।

প্রশ্নকর্তা : শ্বাস কষ্ট ? আচ্ছা ।

উওরদাতা: তারপর ডাইবেটিস ।

প্রশ্নকর্তা : ডাইবেটিস হয়ে গেছে ও আচ্ছা । তো তারতো মনে হয় নিয়মিত ঔষুধ খেতে হয় না?

উওরদাতা: হ্যা । ডেইলি খেতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ডেইলি খেতে হয় । আচ্ছা । তো ঐযে ঔষুধ যেটা না... থেকে আনেন বা স্টেশন রোড থেকে আনেন বিশেষ করে আপনারা না... থেকেই বেশী আনেন ।

উওরদাতা: বেশী আনি ।

প্রশ্নকর্তা : না... ফার্মেসি ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তো এখানে কি ধরনের ঔষুধ আছে চাচা? ওখানে কি এন্টিবায়োটিক নারমাল ঔষুধ বা --

উওরদাতা: সব আছে ।

প্রশ্নকর্তা : সবই আছে, না?

উওরদাতা: সবই আছে ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটা কি অনেক বড় ফার্মেসি?

উওরদাতা: মোটামুটি বড়ই ।

প্রশ্নকর্তা : বড়, না ? আচ্ছা আমি এলাকারও দুই একজনের সাথে কথা বললাম সবাই শুধু না...র কথাই বলে ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তো আমার কাছে মনে হইছে যে নিশ্চই ---

উওরদাতা: এটা এই অনেক বছর ধইরা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এখানে আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: আগে তার চাচা ডাক্তার ছিল ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তার চাচাতো উওরা গেছে গা ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: এখনতে --

প্রশ্নকর্তা : উনি ?

উওরদাতা: তার চাচার ইয়েটা ধইরে রাখছে আরকি।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা তো এরা মানে অনেক বছরের পুরানে তো এখনসে একাই করতেছে ব্যবসা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এবং চাচা ডাক্তার ছিল বলতেছেন । তো এখন যেটা বলতে ছিলাম চাচা এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ করে মানুষের জন্য যে এন্টিবায়োটিক আমরা ইউজ করি বা ব্যবহার করি সেটা সম্পর্কে । তো এন্টিবায়োটিক কি চাচা ? একটু কি আমাকে বুঝায়ে বলতে পারবেন ? আমরা যে বারবার বলি এন্টিবায়োটিক, এন্টিবায়োটিক এটা যদি আমি আপনাকে একটু সাহায্য করি যেমন এটা একটা পাওয়ারের ঔষুধ বলি পাওয়ার ।

উওরদাতা: হু ।

(২৫ মিনিট ০৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা : পাওয়ার যে একটা নরমাল ঔষুধ পাওয়ার পাওয়ারের ঔষুধ । এন্টিবায়োটিক জিনিসটা আসোলে কি ? এন্টিবায়োটিক ঔষুধটা ?

উওরদাতা: এটাতো আমি বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : তারপরও আমরা একটা সাধারন মানুষ হিসাবে আমাদের একটা ধারনা যে অথবা এন্টিবায়োটিক আমরা বলি ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মনে হয় একটু পাওয়ারফুল মেডিসিন?

উওরদাতা: পাওয়ারফুল তো এন্টিবায়োটিক ঔষুধ খাইলে ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: ডাক্তারের পরামর্শ হইলো কোর্স পুরা করা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: কোর্স পুরা এই ঔষুধ খাইলাম ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: রোগ ভাল হয়ে গেল ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: কিন্তু ঔষুধ ই কোর্সটা পুরা যাতে করি ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: এটা ডাক্তারের পরামর্শ ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কেন বলে ডাক্তার একথাটা যে মানে কোর্স কমপ্লিট করতে?

উওরদাতা: কমপ্লিট না করলে আবার অসুখটা হয়ে যেতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : মানে যে অসুখটা হইছিল ঐটা আবার হয়ে যাইতে পারে?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনার কাছে কি এটা মনে হয় যে অসুখটা আবার হয়ে যাইতে পারে ?

উওরদাতা: কোর্স পুরা না করলেতো হয়ে যেতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : পারে, না ? আচ্ছা আচ্ছা । তো মানে এন্টিবায়োটিকটা কেন ব্যবহার করা হয় মানে আরোতো অনেক ধরনের সাধারন ঔষুধ আছে, ইআছে । এন্টিবায়োটিকটা ইস্পেশালি যখন দিচ্ছে ডাক্তার ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কেন দিচ্ছে মানে এটা কেন ব্যবহার করতেছে ?

উওরদাতা: এটা ডাক্তারেই বলতে পারব ।

প্রশ্নকর্তা : তারপরেও একটা সাধারন মানুষ হিসেবে আমাদের ধারনা যেমন ----

উওরদাতা: না আমাদের কোন ----

প্রশ্নকর্তা : নাপা বা আমরা কোন একটা ঔষুধ খাচ্ছি জ্বরের জন্য বা ইয়ের জন্য যখন ডাক্তারের কাছে আমি গেলাম বললো যে আপনি নাপা না একটা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছি এটা খান ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে এন্টিবায়োটিকটা পরবর্তীতে তাকে কেন দিচ্ছে ডাক্তার ?

উওরদাতা: ডাক্তার দেয় দিচ্ছে এজন্য ঐযে প্যারাসিটামল বা এই জাতীয় ঔষুধটা খাইলে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: জ্বরটা কমায় রাখে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: কিন্তুএন্টিবায়োটিকটা দেয় যাতে রোগটা নিরমুল হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : একদম নিরমুল হয়ে যায় ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : হু চমৎকার সুন্দর বলছেন । আমিও অবশ্য ডাক্তার না তবে আমরাও অনেক বছর ধরে এযে সাস্থসেবার সাথে কাজ করে অনেক কিছু আমরা শিখছি । তারপরও আমরা নিদিষ্ট ভাবে তেমন কিছু বলতে পারব না । তো কোন ধরনের অসুস্থতার জন্য এটা ভাল এন্টিবায়োটিকটা? অনেক ধরনের তো আমারা শারীরিক সমস্যা হয় যেমন জ্বর , ঠান্ডা , কাসি অনেক কিছুতো আছে । এন্টিবায়োটিকটা সাধারনত কোন ধরনের অসুখের জন্য মানে ব্যবহার করা হয় ভাল এটা ?

উওরদাতা: এট মারাত্নক রোগ হইলে দেয়।

প্রশ্নকর্তা : কয়েকটা রোগ যদি একটু বলেন চাচা । কয়েকটা রোগ ? রোগের নাম ।

উওরদাতা: এই টাইফয়েড ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: তারপরে আর কি কইতাম ? আমিতো ডাক্তার না ।

প্রশ্নকর্তা : সাধারন অসুখ যেসব ইয়ে আরওতো অনেক এক্সিডেন্ট বিপদ আপদে দেখছেন।

উওরদাতা: হ্যা ঐতো এক্সিডেন্ট টেক্সিডেন্ট হইলে ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথা পাইলে ? তারপরে কাটা ছিড়া? আর ?

উওরদাতা: এইতো আরতো ----------

প্রশ্নকর্তা : এমনি সাধারন অসুখ যেগুলা হয় যেমন একটু আগে জ্বরের কথা বলতেছিলেন জ্বর ?

উওরদাতা: হ্যা জ্বর হইলে প্যারাসিটামল খাইলে জ্বরটা দমায় রাখে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: কিন্তু গোড়াতে শেষ হয় না ।

প্রশ্নকর্তা : গোড়া থেকে শেষ হয় না । গোড়া থেকে শেষ করতে গেলে?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা: দরকার পরে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । তাহলে এই যেটা বলতেছিলাম যেমন জ্বর তারপর হচ্ছে টাইফয়েড বললেন , তারপরে হচ্ছে কাটা ছিড়া বললেন আর কোন কিছুর জন্য কি এন্টিবায়োটিক দেয়?

উওরদাতা: হ্যা দেয় ব্যাথার লাইগা ও দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথার জন্য দেয় ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা :জি আর ?

উওরদাতা: আর বিভিন্ন রোগের লাইগা দেয় এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : এমন কয়েকটা রোগ যদি একটু বলতে পারেন ?

উওরদাতা: আমাশার লাইগাও দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আমাশার জন্য দেয় ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর?

উওরদাতা: আর ব্যাথার লাইগাও দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথা জন্য দেয় ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এটা যখন চাচা শরীরে ঔষুধটা যাচ্ছে আমাদের শরীরে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে সেটা শরীরে গিয়ে কিভাবে কাজ করে ? কি করে সে ?

উওরদাতা: এটাতো কইতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : এটা একটা মানে ঔষুধ ক্যামিকেল ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : যদি আমরা মনে করি যে একটা জিনিস আমরা খাচ্ছি ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে আমরাতো বাহির থেকে শরীরের মধ্যে ঢুকাচ্ছি খাচ্ছি ঔষুধ ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ট্যাবলেট বা সিরাপ বাচ্চাদেরকে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো সেটা খাওয়ার পর সেটা শরীরে যেয়ে কাকে মানে কার বিরুদ্ধে সেটা কাজ করতেছে ?

উওরদাতা: এই রোগের বিরুদ্ধে ।

প্রশ্নকর্তা : রোগের বিরুদ্ধে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে রোগটা কিভাবে হচ্ছে শরীরে মধ্যে?

উওরদাতা: রোগটাতো কিভাবে হয় আল্লাহই কইতে পারব ।

প্রশ্নকর্তা : না তার পরও আমাদের একটা অভিগ্যতা ধরেন আমরা যখন পড়াশুনা করছি বা অনেক কিছুতো জীবনের অভিগ্যতা দিয়ে শিখছি ঠিক না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এইযে অসুখ বিসুখ আমরা বলি যে ধরেন জীবানু, বলি জীবানু কথারকথা যদি বলি জীবানু তাইলে মানে কি ধরনের জীবানু শরীরে ঢুকতেছে আর এন্টিবায়োটিক কাকে মারতেছে ? কোন ধরনের জীবানুরা কাকে মারতেছে?

উওরদাতা: জীবানুতো মানুষের সৃষ্টি করা ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: এটা আল্লাহের সৃষ্টি না মানুষের সৃষ্টি আমরা হয় পরিষ্কার যদি থাকি ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতাঃ তারপরে এই ধরেন যে মেইন হইলোকি পরিষ্কার ।

প্রশ্নকর্তা : পরিষ্কার ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ?

উওরদাতাঃ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । মানে---

উওরদাতাঃ এটা---

প্রশ্নকর্তা : জীবানু বা রোগ অসুখটা হচ্ছে না ?

উওরদাতাঃ হ্যা । রোগ অসুখটা কাজ করতো পারে না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে ঐ ----

উওরদাতাঃ ঐ ----

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক যে খাচ্ছি তাইলে শরীরের মধ্যে যে জীবানু বা হয় পরিষ্কার কেউ হয়তো হলেন না ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : হয় ছোট বাচ্চা সেতো বুঝে না সে হয়তো ময়লা খেয়ে ফেললো ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তার শরীরের মধ্যে ধরেন পেটের মধ্যে আমাসা বা ইয়ে হইলো ডাক্তার তাকে এন্টিবায়োটিক দিল যে বাবা ওকে এন্টিবায়োটিক খাও তাইলে সুস্থ হয়ে যাবা ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে এন্টিবায়োটিক যখন শরীরে ঢুকলো, ঢুকে এন্টিবায়োটিক কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছে ?

উওরদাতাঃ ঐ অসুখের বিরুদ্ধে ।

প্রশ্নকর্তা : অসুখের বিরুদ্ধে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো করার ফলে কি হচ্ছে? বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে যাচ্ছে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : একটা যদি উদাহরন তো; এন্টিবায়োটিকটা আর কিভাবে মানে কি করে এটাকি একটু খুলে বলতে পারবেন ?

উওরদাতা: না এটা বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । না অনেক সুন্দর বলছেন । এইযে

(৩০ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

উওরদাতা: তারপরে মনে করেন এইযে অসুখ বিসুখ ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: এই বেশীরভাগ বাতাসের সাথে অসুখ ছড়ায় ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আর একটা ছড়ায় পানিতে ।

প্রশ্নকর্তা : পানিতে ? আচ্ছা আচ্ছা । হ্যা ।

উওরদাতা: তার জন্য আমরা পানি খাই ঠিকই ফুটন্ত । ফুটায়ে পানি খাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ফুটায়ে পানি খান?

উওরদাতা: আর ঠান্ডা পানি অনে খাই না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আচ্ছা ।

উওরদাতা: গরম পানি খাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: একটু কুমকুমা গরম ।

প্রশ্নকর্তা : হু । কুসুম গরম ।

উওরদাতা: কুসুম গরম । ফুটানো পানিটা কুসুম গরম করে তারপর খাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । খুবই ভালো জিনিস । আচ্ছা তো--

উওরদাতা: আর এইযে আমাদের যে অখন এইযে এই শহরে যে শহরের লোক সংখ্যা বেশী ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: জায়গা আগেতো মনে করেন এহেনদা বাড়ি ঘর উঠছিল না ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আবওহাওয়া পরিষ্কার আছিল ।

প্রশ্নকর্তা : ভাল ছিল । হ্যা ।

উওরদাতা: ই বাতাস পাইতাম ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: অখনতো ঘন বসতি হয়ে গেছে । তারপরে পায়খানা পসরাপ তারপরে মনে করেন এইযে নদ-নদী সব নোংরা হইয়ে যাইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা : নোংরা হয়ে গেছে । জি ।

উওরদাতা: আর আমি কেলকাতা গেছি তাদের নদী কত পরিষ্কার ।

প্রশ্নকর্তা :হু । অনেক সুন্দর ।

উওরদাতা: এ হাওরা ব্রিজের এহেনো দেখতে গেছি । নদীর পানি কি পরিষ্কার ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: আর আমগো যান বুড়িগঙ্গায় নামতেও পারবেন না ।

প্রশ্নকর্তা : সেটাই ।

উওরদাতা: এতো মানুষের তৈরী ।

প্রশ্নকর্তা :জি । মানে খুবই সত্যি কথা এটা আসোলেই, আমরা এটা উপলব্ধি করি ।

উওরদাতা: ইয়ে মনে করেন সরকারেও দেখে না । এইযে নদী খারাপ হইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা : সেটাই ।

উওরদাতা: নদীতে যে কত বর্য যাইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা : আমরাতো প্রতিনিয়ত খবর প্লাস বিভিন্ন জায়গায় আসতেছে এটা কিন্তু আমরা আসলেই ঐভাবে কেও কেয়ার করতেছে না।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : সরকারের উচিৎ না একটা ব্যবস্থা বা কিছু করা ।

উওরদাতা: ব্যবস্থা নেওয়া ।

প্রশ্নকর্তা : আমরা ভরসা ইনশাল্লাহ কিছু একটা ভবিষ্যতে হয়তো দেখে যাবো । তো চাচা যেটা বলতে ছিলামতো সেটা হচ্ছে যে এইযে ঔষুধগুলো যখন কিনতে হয় বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক হু ? তো এটা কিনার জন্য কোথায় যান মানে কোন জায়গায় যান ?

উওরদাতা: এটা উওরা থেকে আনি নাইলে না... , উওরা পয়সা কম থাকলে কম কইরে আনি পরে না...রতে আনি ।

প্রশ্নকর্তা : না... থেকে আনেন ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে ধরেন আপনি উওরা থেকে নিয়ে আসলেন পয়সা করি একটু কম আছে ভাবলেন যে সাতদিনের দিছে আমি চারদিন নিয়ে যাই ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা :তিনদিন আমি না... থেকে আনব ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : দেখা যায় চার দিনের মধ্যেই আপনারযে এর জন্য অসুখের জন্য আনলেন সে সুস্থ হয়ে গেছে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে বাকি তিনদিনের জন্য না... থেকে কিনেন পরে যে এন্টিবায়োটিক ---

উওরদাতা: হ হ । কিনি ।

প্রশ্নকর্তা : সবসময় ?

উওরদাতা: আমি কিনি ।

প্রশ্নকর্তা : সবসময় কিনেন ? নাকি মনে করেন যে না ।

উওরদাতা: না না আমি এই ফুল কোর্স পুরা করি ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এটাকি আপনার নিজের জন্য নাকি পরিবারের যেকোন মানুষের জন্য ?

উওরদাতা: সবার জন্য সবার জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : তো বাকিরা শুনে এই কথা?

উওরদাতা: হ্যা অবশ্যই শুনে ।

প্রশ্নকর্তা : যে আপনার ধরেন নাতির হইলো বা নাতনীর হইলো তখন ছেলেরে যদি বলেন বাবা এটার কোর্স কমপ্লিট করতে হবে তুমি কয়দিন কয়দিন খাওয়াইছো বাবা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : সেকি উনারাকি করে বাকিরা করে?

উওরদাতা: হ্যা করে ।

প্রশ্নকর্তা : করে সবসময় করে , না ? কেন করে চাচা ? মানে এটা কেন করা উচিৎ মনে করেন?

উওরদাতা: ঐযে কোর্স পুরা না করলে আবার তো রোগ আবার দেখা দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: দেখা দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এই জিনিসটা আপনি কোন জায়গা থেকে যানছেন ? কে বলছে এটা?

উওরদাতা: ডাক্তারেই বলছে ।

প্রশ্নকর্তা : ডাক্তার বলছে, না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কোন ডাক্তার কোথাকার ডাক্তার ?

উওরদাতা: ডাক্তার ঐ । উওরার ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : উওরার ?

উওরদাতা: আমরা যে ডাক্তারের কাছে যাই ঐই ডাক্তারেই পরামর্শ দেয়।

প্রশ্নকর্তা : বিশেষজ্ঞ কোন?

উওরদাতা: বিশেষজ্ঞ হ অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা : বিশেষজ্ঞ , না ?

উওরদাতা: মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ।

প্রশ্নকর্তা : মেডিসিন বিশেষজ্ঞ । আচ্ছা আচ্ছা । সুন্দর একটা জিনিস জানতে পারলেন চাচা । তো মানে এখন যেটা হচ্ছে যে মানে, যেখান থেকে আনেন বিশেষ করে যে উওরা বা ইয়ে থেকে না... ফামের্সি এগুলা থেকে এই উওরা আর না... ফামের্সিতেই কেন বেশী আনেন এগুলা ? এন্টিবায়োটিক ঔষুধগুলা ?

উওরদাতা: উওরা থেকে আনি যে সময় যাই টাকা পয়সা নিয়া ঔষুধের ভিজিট সহ টাকা পয়সা হ্যাঁ ঔষুধের টাকা নিয়া যাই ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: এজন্য ।

প্রশ্নকর্তা : ঐ জন্য । আর না... থেকে কেন আনেন ? না... ?

উওরদাতা: ঐ পয়সা কম থাকলে ।

প্রশ্নকর্তা : কম থাকলে ও পরবর্তীতে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা । সরি আমাকে একটু আগে বলছিলেন অবশ্য । তো যেটা বলতে ছিলাম চাচা এন্টিবায়োটিক কিনার জন্য কোন প্রেসকিপশন কি লাগে?

উওরদাতা: হু অবশ্যই লাগে ।

প্রশ্নকর্তা : লাগে ? প্রেসকিপশন ছাড়া কোন সময়কি এটা কিনা যায় না?

উওরদাতা: না... থেকে কেন বাংলাদেশের সব জায়গা থেকেই কিনা যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । কেন মানি সব জায়গা থেকে কেনা যায় ?

উওরদাতা: এটা যেমন ইনডিয়াতে প্রেসকিপশন ছাড়া ঔষুধ দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা : দেয় না ?

উওরদাতা: আমি ঔষুধ আনছিতো ।

প্রশ্নকর্তা :জি ।

উওরদাতা: ঔষুধ অ্যা দেয় না । আমাদের দেশে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আমাদের দেশে দেয় সব জায়গাতে?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো মানে, মানে যখন যেকোন ফামের্সিতে গেলে মানে এন্টিবায়োটিক কেনার ক্ষেত্রে আপনি প্রেসকিপশন নিয়ে যান নাকি এমনে যায়ে ? এমনেইকি মুখে বলেন যে আমার এই এন্টিবায়োটিক লাগবে আমাকে এটা দেন? এই কয়টা দেন ? নাকি হচ্ছে প্রেসকিপশন নিয়ে যান সবসময় ?

উওরদাতা: প্রেসকিপশন না ঔষুধের ইয়া নিয়া যাই ।

প্রশ্নকর্তা : পুরানো যে পাতা ?

উওরদাতা: হু । হু ।

প্রশ্নকর্তা : ঐটা নিয়ে যান?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর প্রেসকিপশন কি লাগে এমনে ? সচারচর ধরেন একটা ঔষুধ দিল বা এন্টিবায়োটিক আপনি মনে ----

উওরদাতা: নাম না যানলে কেমনে ? আমি যদি নাম যানি ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তাইলে প্রেসকিপশন নিয়ে যাই ।

প্রশ্নকর্তা : প্রেসকিপশন নিয়ে যান । আর ডাক্তার রা যখন এন্টিবায়োটিক লিখে তখন উনারাকি প্রেসকিপশনে লেখে নাকি এমনে মুখে বলে দেয়?

উওরদাতা: না না প্রেসকিপশনে লেখে ।

প্রশ্নকর্তা : দেয় ?

উওরদাতা: হু । মুখে বললে তো ---

প্রশ্নকর্তা : পল্লী চিকিৎসক একজন যে আপনি বলতে ছিলেন ইনি কি ?

উওরদাতা: হ উনিও লেইখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : লেখে দেয়?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : উনিতো হচ্ছে ঔষুধ বিক্রি করে নাকি শুধু মাত্র রোগীই দেখে ? মানে ---

উওরদাতা: ঔষুধও বিক্রি করে ।

প্রশ্নকর্তা : ঔষুধ বিক্র করে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ইনি ঔষুধ বিক্রি ধরেন যখন দোকানে গেলেন যে আমার এই ঔষুধ লাগবে তখনকি সে কিভাবে খাবেন কিভাবে কি করবেন ঐটা লেখে দেয় নাকি মুখে বলে দিয়ে দেয়?

(৩৫ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

উওরদাতা: মুখে বইলা দিয়া দেয় বা লেখা বললে লেখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : বললে লেখে দেয় । আচ্ছা । আর এমনে বেশীর ভাগ সময় কি না লেখেই দিয়ে দেয়?

উওরদাতা: না লেখেই দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : না লেখে দেয় । পল্লী চিকিৎসক । কি যেন নাম বললেন উনির?

উওরদাতা: ...।

প্রশ্নকর্তা : ..... । হিন্দু ? হিন্দু ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ওআচ্ছা আচ্ছা । তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি মানে আপনার কোন নিদিষ্ট এন্টিবায়োটিক এর প্রতি কোন মানে দুর্বলতা বা ভালো লাগা আছে নাকি ? যে আমি এই এন্টিবায়োটিকটা পচ্ছন্দ করি আমি এটা কিনবো ? আপনাকে ডাক্তার ফার্মোক্সিলিন দিল (----------৩৫:২৮----------) দিল আপনি মনে করলেন যে আমি (--------৩৫: ৩১----------) না খাই এটা খাব এটা আমার ভালো লাগে ।

উওরদাতা: এটা ভালো কম্পানীরটা আনি আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : ভালো কম্পানীরটা আনেন?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো ডাক্তার যখন যেটা লেখে দেয় সেটা যদি দেখেন যে ভালো কম্পানীর কিনা?

উওরদাতাঃ হ্যা অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ।

উওরদাতাঃ না ডাক্তারতো ভালো কম্পানীরই লেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : ভালো কম্পানীর দেয় । যেয়ে কখন আবার ভালো কম্পানীরটা আনেন ?

উওরদাতাঃ হ্যা ?

প্রশ্নকর্তা : মানে ডাক্তার তো ভালো কম্পানীর যখন লেখে দেয় ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তখনতো আর নিজে চেইঞ্জ করার দরকার নাই ?

উওরদাতাঃ নাহ । দরকার নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আর নিজে কি কোন সময় করেন ? যে মনে হয় যে দেখে এটা ভালো কম্পানী মনে হয় দেয় নাই ?

উওরদাতাঃ না ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ?

উওরদাতাঃ এটা ডাক্তার বইলা দেয় এটাই ।

প্রশ্নকর্তা : ডাক্তার যেটা বলে । কোন সময় ডাক্তারকে অনুরোধ করেন যে আমাকে ভালো কম্পানীরটা বা ---

উওরদাতাঃ না না ।

প্রশ্নকর্তা : ডাক্তাররা নিজ থেকেই দেয় ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আচ্ছা মানে আপনি কি মনে করতে পারেন যে শেষ ----

উওরদাতাঃ ইয়ে ডাঃ২৯ ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ ও সবসময় ভালো কম্পানীর ঔষুধ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ হায়.. আলী উনিও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার উনিও ভালো কম্পানীর ঔষুধ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : উনারা কিসের ডাক্তার ? মানে দুইজন?

উওরদাতা: এই হায়... আলী ঐ হল উনার কাছে গেছিলাম আমার শশুড়রে কারইছি ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: উনি ইঁ কি জানি কয় ?

প্রশ্নকর্তা : মেডিসিন না নিউরো? এই --

উওরদাতা: না না উনি মেডিসিন ।

প্রশ্নকর্তা : মেডিসিন । আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: ইয়ের উওরা আধুনিক হাসপাতালের হেড উনি ।

প্রশ্নকর্তা : হু আচ্ছা আচ্ছা । আর ইয়ে আপনার যে আর একজনের কথা বললেন উনি ?

উওরদাতা: ডা:২৯ ।

প্রশ্নকর্তা : ডা:২৯ উনি কিসের ডাক্তার ?

উওরদাতা: উনিও মেডিসিনের ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা : মেডিসিনের ? দুইজনই মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে তাইলে কি আপনি মনে করতে পারেন চাচা আপনার পরিবারের সর্বশেষ কার জন্য এন্টিবায়োটিক আপনি দিছিল বা আনছিলেন ? কার জন্য এন্টিবায়োটিক দিছিল? অসুস্থ ছিল তাকে ডাক্তার এন্টিবায়োটিক লেখছিল এরকম কেও কার জন্য হয়ছিল আপনার পরিবারে আটজন সদস্য আপনি সহ সবাই মিলে । কার জন্য এন্টিবায়োটিক দিছিল ?

উওরদাতা: এই এন্টিবায়োটিক আমার ওয়াইফের, এন্টিবায়োটিক লাগে নাই এখনো ।

প্রশ্নকর্তা : মানে ঐযে শ্বাসকষ্ট এর জন্য?

উওরদাতা: হ্যা এইটা মহাখালির তে দিছিল ।

প্রশ্নকর্তা : মহাখালি থেকে ?

উওরদাতা: বক্ষবিদে ।

প্রশ্নকর্তা : বক্ষবিদ ও আচ্ছা আচ্ছা । এটাকি ঐখান থেকে ফ্রি দিছে না কিনে নিসেন?

উওরদাতা: না না কিনে নিসি ।

প্রশ্নকর্তা : কিনে নিতে হইছে ।

উওরদাতা: এইটা প্রুবের এটা হইলো শ্বাসকষ্টের ।

প্রশ্নকর্তা : শ্বাসকষ্ট । প্রোবিয়া ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : প্রোবায়া । এটার বানানটা একটু দেখে নেই চাচা আমাদের বানানে সমস্যা ভুল হয় । পি আর ও ভি এ আই আর । টেন। প্রোভায়ার টেন , না ? আচ্ছা । পি আর ও ভি এ আই আর । টেন।

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঔষুধতো আমি খাই না ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: ফালায়া দিছি ।

প্রশ্নকর্তা : কেন ফালায় দিছেন?

উওরদাতা: না ফালাইছি মানে খাপ ঔষুধ খাপ খাওয়া শেষ হইছে পরে ঐ পরশু দিন কিছু খাপ ফালায় দিছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । ঐ খাপটা ফেলে দিছেন ঔষুধতো ফেলে দেন নাই?

উওরদাতা: না না ফালাই নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো যে আপনার ওয়াইফের জন্য যে দিছিল যেটা এন্টিবায়োটিক মহাখালি বক্ষবিদের থেকে ঐটা কতদিন ছিল ? কয় দিন খাওয়ার জন্য বলছিল ?

উওরদাতা: এক সাপ্তাহ হইব ।

প্রশ্নকর্তা : এক সাপ্তাহ , না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে দিনে কয়টা করে ছিল চাচা ?

উওরদাতা: দুইটা কইরা সকাল - বিকাল ।

প্রশ্নকর্তা : দুইটা করে সকাল - বিকাল ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো ঔষুধ কি ঔখান থেকে কিনে নিয়ে আসছিলেন নাকি পরে এখান থেকে কিনছেন ? ঔষুধ যেটা লিখছিল ?

উওরদাতা: ঐ ঐখান থেকেই কিনে আনছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : নিয়ে আসছিলেন , না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো মানে ঐটা কি প্রেসকিপশন লেখে দিছিলো নাকি মুখে এমনে বলে দিছিল ? বা --

উওরদাতাঃ ও ইনডিয়া গিয়েছিলামতো ঐ সময় ই এন্টিবায়োটিক দিছিল । কি ঔষুধটা ?

প্রশ্নকর্তা : মানে ই খালাম্মাকেও নিয়ে গেছিলেন ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ আসলে ঠিক মনে নাই নামডা ।

প্রশ্নকর্তা : মানে ইনডিয়া থেকে দিছিলো ডাক্তার ।

উওরদাতাঃ হ্যা ইনডিয়া থেকে ।

প্রশ্নকর্তা : ইনডিয়া থেকে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কিজন্য উনার শ্বাস কষ্ট এর জন্য? নাকি অন্য কোন ?

উওরদাতাঃ শ্বাস কষ্ট ব্যাথা ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথা ।

উওরদাতাঃ অনেক রোগ ।

প্রশ্নকর্তা : তার । ও আচ্ছা আচ্ছা । ওগুলার জন্য ?

উওরদাতাঃ ব্যাথা সমস্ত শরীর ব্যাথা ।

প্রশ্নকর্তা : আহারে, হ্যা । তো এগুলার জন্য দিছিলো ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো ঔষুধ কি ঔখান থেকে নিয়ে আসছিলেন ?

উওরদাতাঃ হ্যা নিয়ে আসছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : ও ডাক্তার প্রেসকিপশন করে দিছিলো ওগুলা , না?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো কত টাকার ঔষুধ কিনছিলেন ? এটাকি আপনার খেয়াল আছে ? যে মানে দাম ?

উওরদাতাঃ ঔষুধ --

প্রশ্নকর্তা : মানে উনার জন্য, এই উনার জন্য এন্টিবায়োটিক ।

উওরদাতা: ওয়াইফের জন্য । ঐটা এই দশ- বারো হাজার টাকার ঔষুধ হবে ।

প্রশ্নকর্তা : দশ- বারো হাজার টাকার শুধু ঔষুধ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : দুই জনে মিলে না একজনে ?

উওরদাতা: একজনের ।

প্রশ্নকর্তা : ওরে বাবা তো অনেক টাকার ঔষুধ ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : রোগীর ----

উওরদাতা: অনেক দিনের ঔষুধ , অনেক দিনের ঔষুধ এইখানে ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা । অনেক দিনের ঔষুধ নিয়ে আসছেন । যেহেতু ঔষুধটা কি দেশে পাওয়া যায় না মানে ইনডিয়া থেকে আনতে হয়?

উওরদাতা: ইন্ডিয়া থেকে আনতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : ইন্ডিয়া থেকে আনতে হয় ।

উওরদাতা: ইন্ডিয়ার ঔষুধ এখানে পাওয়া যায় না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আচ্ছা চাচা এখন একটা অভি -- মানে আপনার একটা অনুভুতি যানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ধরেন এন্টিবায়োটিক এর যে দাম ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : যে আমরা বাজারে যে এন্টিবায়োটিক গুলা কিনি ; এই দামটা কি মানে ঠিক আছে ? নাকি আরও একটু কম হলে ভালো হইত ?

উওরদাতা: কম হইলে ভালো হইতো ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: বেশ ঔষুধের দামতো দিন দিন খালি বাড়তেছে ।

প্রশ্নকর্তা : জি জি । সেটাই । তো কম হলে কি সুবিধা হইতো আমাদের ? সাধারন মানুষের বা ---

উওরদাতা: আর্থিক দিক দিয়ে সুবিধা হইত ।

প্রশ্নকর্তা : আর্থিক দিক দিয়ে ? সবাই একটু তাইলে ইয়া করতে পারত । কিন্তু হ্যা সেটাই এখন সবাই আমরা যখন ঔষুধ কিনতে যাই আমরা ফিল করি যে আসলে ----

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : দামটা অনেক বেশী ।

উওরদাতা: দামডা বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : মানে তো এখন আপনাকে ডাক্তার যে ঔষুধগুলা দিছিলো বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক আপনার স্ত্রী এর জন্য বা পরিবারের অন্য কারো জন্য ।

(৪০ মিনিট ১০ সেকেন্ড)

উওরদাতা: ই ঔষুধ দিছিলো এস্ট্রোপেট-- ই দিছিলো ঐযে কি জানি ? হু ---- ঔষুধটা নামডা ---- ।

প্রশ্নকর্তা : এখানেকি আছে ? নাইলে আমি পরে একফাঁকে দেখে নিব চাচা । আগে ---

উওরদাতা: এটা হইলো ঐ ঠান্ডার লাইগা ।

প্রশ্নকর্তা : এটা দিছে ঠান্ডার জন্য ।

উওরদাতা: ডেইলি একটা ।

প্রশ্নকর্তা : ডেইলি একটা?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: সাতটা দিছিল ।

প্রশ্নকর্তা : সাতটা দিছিল । তো খাইছিল ঔষুধসবগুলা নাকি?

উওরদাতা: হ্যা সবগুলা ।

প্রশ্নকর্তা : খাইছিল, না ? আচ্ছা আচ্ছা । তো মানে ঐযে খাওয়ারপরতো ভালো হয়ে গেছিল উনি ? সুস্থ হয়ে গেছিল ?

উওরদাতা: হু ?

প্রশ্নকর্তা : মানে সুস্থ হয়ে গেছিল খাওয়ার পরে ?

উওরদাতা: ঠান্ডাটা কইমা গেছিল ।

প্রশ্নকর্তা : চলে গেছিল । আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কমে গেছিল তো মানে আপনারা যে এইযে এন্টিবায়োটিক বিভিন্ন সময় কিনছেন বিশেষ করে আপনার স্ত্রী এর জন্য বা আপনার পরিবারের অন্য কারো জন্য , তো এন্টিবায়োটিক যেটা কিনছেন ঐটা পুরাটাই কি কোর্স কমপ্লিট করে আপনি খাইছিলেন নাকি কিছু রেখে দিছিলেন ?

উওরদাতাঃ না পুরা কোর্স ।

প্রশ্নকর্তা : সবসময় কি এটা করা হয়?

উওরদাতাঃ হ্যা । হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : সবসময় না?

উওরদাতাঃ হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ এন্টিবায়োটিক কোর্স পুরা করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : পুরা করতে হয় ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা না করলে বললেন যে আবার কি সমস্যা হইতে পারে বললেন?

উওরদাতাঃ না , কোর্স পুরা না করলে আবার অসুখটা বাইরে যাইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : জি । বাইরে যাইতে পারে ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তখন যদি সে আবার আগের ঔষুধটা খায় ।

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তখনকি কাজ করবে সে ঔষুধ ?

উওরদাতাঃ কাজ করে না ।

প্রশ্নকর্তা : করে না?

উওরদাতাঃ উহু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এটাকি কোনসময় এধরনের অভিগ্যতাকি আপনার হইছে যে আপনি ---

উওরদাতাঃ না এধরনের অভিগ্যতা নাই অ্যাঁ আমি যে সময় ঔষুধ এন্টিবায়োটিক খাইছি ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ যারেই খাওয়াইছি কোর্স পুরা কইরে খাওয়াইছি ।

প্রশ্নকর্তা : পুরা খাওয়াইছেন । আচ্ছা । এইযে আপনি বারবার বলতেছেনযে এন্টিবায়োটিক না খাইলে অসুখটা আবার হইতে পারে বা আরও ভয়াবহ আকারে হইতে পারে তাইলে এই জিনিসটা আপনি কোন জায়গা থেকে ? একটা বললেন আপনি ডাক্তারের কাছ থেকে শুনছেন ।

উওরদাতা: ডাক্তারের কাছ থেকেই ।

প্রশ্নকর্তা : আর , আর মানে নিজে কোন সময় কোন অভিগ্যতা দেখছেন আপনার পরিবারে বা ---

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : এটা দেখেন নাই । আচ্ছা । তো এখন যেটা বলতেছিলাম চাচা মানে, কোন সময় ঔষুধ কি রেখে দেন ? যেকোন ঔষুধ ধরেন আনলেন একটা , এদিকে মনে হল যে আর দুই চারটা আছে বা পাঁচটা আছে । এবারতো আমি সুস্থ হয়ে গেছি পরবর্তীতে আবার যদি অসুস্থ হইবা কেও হয় এরকম কিছু ঔষুধ ?

উওরদাতা: নাহ ।

প্রশ্নকর্তা : যেমন এখানে অনেকগুলো ঔষুধ দেখতে পাচ্ছি ।

উওরদাতা: এগুলা সবসময় খাওয়ার মধ্যে আছি ।

প্রশ্নকর্তা : নরমাল ঔষুধ ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । মানে এসন অসুখ হল একবার যায়ে আপনে অসুস্থ ছিলেন সুস্থ হয়ে গেলেন এখন আর ঔষুধ কাজে লাগতেছে না; অনেকে বলে দামী ঔষুধ এটা ফেলবো কেন থাক যদি এর মধ্যে আবার কেও অসুস্থ হয় । এরকম কিছু ঔষুধ কি থাকে সবসময়?

উওরদাতা: নাহ । না ।

প্রশ্নকর্তা : থাকে না , না ? আচ্ছা । তো এইযে রাখেন না কেন চাচা ? অনেকেতো আমি দেখছি ---

উওরদাতা: বেশী ঔষুধ আনি না তো । যা লাগে তাই আনি ।

প্রশ্নকর্তা : যতটুকু দরকার ততটুকু ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : ডাক্তার যদি ধরেন আপনাকে সাপোজ বললো আপনার এই ঔষুধটা অনেক দিন খাইতে হবে দুই সাপ্তাহ খাইতে হবে আপনি তখন?

উওরদাতা: তো দুই সাপ্তাহের ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা : দুই সাপ্তাহ ঔষুধ নিয়ে আসেন ?

উওরদাতা: দুই সাপ্তাহর না নিয়ে আইলেও পরে দুই সাপ্তাহর ঔষুধ আনি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । দুই সাপ্তাহ । দুই সাপ্তাহর ঔষুধ পুরাটাই নিয়ে আসেন একবারে তাইনা ? আচ্ছা । তো চাচা এখন যেটা বলতেছিলাম ঔষুধের গায়ে একটা এক্সপায়ার যে ডেট থাকে ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : যে মেয়াদ উৎতীর্ণতার তারিখ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : মানে এই তারিখটা কেন দাওয়া থাকে ? এটা আপনি কি যানেন কিনা ?

উওরদাতা: এটা দাওয়া হয় এজন্য টাইম গেলেগা ঔষুধটা খারাপ হইয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । মানে কি খারাপ হইয়ে যায় ঔষুধের মধ্যে কি ?

উওরদাতা: ঔষুধের এটা খাইলে বিষের মত হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : বিষের মত হয়ে যায়?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: ক্ষতি হইতে পারে মানুষের ।

প্রশ্নকর্তা : মানে কোন জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায় মানুষের ?

উওরদাতা: ঔষুধের কোন জিনিসটা নষ্ট হয় তা বলতে পারব না । তা ঔষুধ ঐটা খাইলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : সম্ভাবনা থাকে ? আচ্ছা আচ্ছা । মানে কি ক্ষতি করতে পারে এন্টিবায়োটিক মানুষের এরকম কয়টা ক্ষতি কি বলতে পারবেন চাচা? আমরা অনেক সময়তো --------

উওরদাতা: শরীরের ক্ষতি যে কোন রকম ক্ষতি হইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : কি রকম ক্ষতি হইতে পারে ?

উওরদাতা: ঐযে আমার এক ভাইয়ের বউ ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: ই কিয়ের লাই ঔষুধ খাইছে ওহ পেট ব্যাথা হইছিল ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । পেট ব্যাথার জন্য ঔষুধ খাইছে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তারপরে ?

উওরদাতা: পেট ব্যাথা হইছে পরে , না মনে করেন ঔষুধতো খাইতো জ্বরের ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: এ্যঁ না পাতলা পায়খানার ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: কি ঔষুধ জানি দিছে আমারে দেখায় নাই । এরপরে তার পেট ব্যাথা হয়ে গেছে ; পেট ব্যাথা হইছে পরে মেডিকেলে ভর্তি হইতে হইছে তাইর । তারপর স্যালাইন ট্যালাইন দিতে হইছে ।

প্রশ্নকর্তা : দিতে হইছে ? মানে ঐ ঔষুধটা খাওয়ার কারনে এই সমস্যাটা হইছে না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : পরে কি মানে ঐটা বাইর করতে পারছেন কি সমস্যা? মানে কি জন্য ঔষুধ কি সমস্যা ছিল ঐটার কি এক্সপায়ার ডেট ছিল নাকি?

উওরদাতা: এক্সপায়ার ডেট ছিল না ।

প্রশ্নকর্তা : ডেট , ডেট ছিল না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । ঐটা কি আইডেনন্টিফাই করতে পারছে পরে না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । তাইলে এটাতো একটা বড় চিন্তার কথা যে মানে ঔষুধ যদি আমরা দেখে না খাই বা ইয়া না খাই তাইলে আসলেই সমস্যা । তো আমার আরো কিছু প্রশ্ন ছিল এগুলো হচ্ছে, গবাদী পশু নিয়ে বিশেষ করে যে গবাদী পশুর ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক ইউজ করা ; মানুষের যেমন গবাদী পশুর । এখন যেহেতু আপনার গবাদী পশু নেই । এটা আমরা শেষের দিকে চাচা । তো এখন যেটা বলতেছিলাম এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স যে আমরা বলি না যে, এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে গেছে, রেজিসটেন্স হয়ে গেছে বলি । তো এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এটা আসলে কি জিনিস চাচা? এটা যদি একটু খুলে বলেন ।

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স মানে?

প্রশ্নকর্তা : যে আমরা অনেক সময় বলি না যে মানে , এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে গেছে আমার বডি ।

উওরদাতা: ও ।

প্রশ্নকর্তা : বডি এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স হয়ে গেছে ।

(৪৫ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

উওরদাতা: মানে , রেজিসটেন্স মানে খাইতে খাইতে পরে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ।

উওরদাতা: অন্য ঔষুধে ধরে না । নাকি ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা । খাইতে খাইতে পরে অন্য ঔষুধ ধরে না । সুন্দর বলছেন ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো এটা একটু খুলে যদি বলেন চাচা যেমন কি হয়? আচ্ছা । আমি এন্টিবায়োটিক ডাক্তার এটা আমাকে দিছে আমি খাচ্ছি আমাকে আবার এন্টিবায়োটিক দিল আমি খাচ্ছি ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ঔষুধ ধরতেছে না । না ধরার কারনটা কি ? মানে কি জন্য এরকম হচ্ছে চাচা?

উওরদাতা: এটা কইতে পারতাম না আমি ।

প্রশ্নকর্তা : না তবু একটু যদি চেষ্টা করেন , এযে সুন্দর একটা উওর দিলেন বললেন যে খাইতে খাইতে ঔষুধ আর ধরে না কাজ করতেছে না ঔষুধটা শরীরে ; তো কাজ করতেছে না এটা কেন করতেছে না কি মনে হয় ?

উওরদাতা: এই , তা বলতে পারব না আমি । কিন্তু এই এন্টিবায়োটিক ঔষুধ যদি কাজ না করে তখন ডাক্তার চেঞ্জ কইরে দেয় পাওয়ারের ঔষুধ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা হ্যা । মানে ঐটা চেঞ্জ করে আর একটা পাওয়ারের ঔষুধ দেয় ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : পাওয়ারের ঔষুধ দেয় । তো মানে কি সমস্যা হইতে পারে চাচা এরকম যে করে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কারনটা কি যেমন এন্টিবায়োটিক দিল কিন্তুএন্টিবায়োটিকটা কাজ করতেছে না তো তখন ডাক্তার আপনে বলছেন যে ঔষুধ চেঞ্জ করে দেয়, হ্যা ? তো এইযে চেঞ্জ করে দিলে ঔষুধটা মানে কেন চেঞ্জ করে দিচ্ছে ডাক্তার ?

উওরদাতা: ঐ আগেরটা কাজ করে না এই জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : কেন কেন কাজ করে না ? কি ---?

উওরদাতা: তাতো বলতে---

প্রশ্নকর্তা : কি হইছে শরীরে? শরীরের মধ্যে এমন কি জিনিস হইলো যে এন্টিবায়োটিক আর কাজ করতেছে না ।

উওরদাতা: তা বলতে পারব না আমি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । তো যেটা বলতে ছিলাম যে এটাতো এমনে নাম শুনছেন এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স ? এটার নাম শুনছেন না চাচা?

উওরদাতা: হু ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা? এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স একথাটা শুনছেন কথনো ?

উওরদাতা: না এই আপনার কাছে প্রথম শুনলাম ।

প্রশ্নকর্তা : প্রথম শুনলেন আচ্ছা আচ্ছা । যে এইযে আমরা বলি না যে আপনি বলতে ছিলেন কোর্স শেষ না করলে কি সমস্যা হইতে পারে একটু আগে বলতে ছিলেন, কোর্স কমপ্লিট না করলে বলতে ছিলেন যে ঐ রোগটা --

উওরদাতা: আবার ---

প্রশ্নকর্তা : আবার হইতে পারে । তো আর কি সমস্যা হইতে পারে ? কোর্স আমি কমপ্লিট করলাম না ডাক্তার আমাকে দিল সাতদিন , আমি তিনদিন খাইয়ে বললাম যে আমি পুরা সুস্থ হয়ে গেছি আমার এন্টিবায়োটিক খাইলে মাথা ঘুরে দুধ খাইতে হয় ডিম খাইতে হয়; ধ্যাত আমি আর খাবোই না । হু । হ্যা ? তাইলে আর আমার কি সমস্যা হইতে পারে ? আমি যে এইযে চারদিন খাইলাম না , সাতদিনের দিছিলো আর কি সমস্যা হইতে পারে ?

উওরদাতা: ওর ঔষুধে কাজ করব না ।

প্রশ্নকর্তা : ঔষুধে আর তখন কাজ করবে না ? এই, এই এটাকে যদি আমরা মানে সুন্দর বলছেন ; এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বলতে ঔষুধে আর কাজ করতেছে না । তো মানে এইযে সমস্যা গুলা হয় চাচা আর কি সমস্যা হয় ? একটা হচ্ছে ঔষুধ কাজ বরতেছে না ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : রোগটাও হয়তো ভালো হচ্ছে না । আর কি সমস্যা হইতে পারে ?

উওরদাতা: এটাইতো মেইনতো শরীরে রোগ প্রতিরোধ নষ্ট হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রতিরোধ নষ্ট হয়ে গেছে ?

উওরদাতা: হ্যা । ঐ এন্টিবায়োটিক কোর্স পুরা না করলে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । অ্যাঁ তখন যেটা হবে মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি নষ্ট হয়ে যায় শরীরের তাইলে তখন কি আর অসুখ ভালো হবে ?

উওরদাতা: না অসুখ ভালো হবে না ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । আর ভালো হবে না?

উওরদাতা: ক্ষতি হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা : ক্ষতি হয়ে যাবে ?

উওরদাতা: বড় ক্ষতি হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : চমৎকার সুন্দর বলছেন । তো মানে আপনে যে এই সমস্যা গুলার কথা বা এইযে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যে নষ্ট হয়ে যাবে চাচা এই কথা গুলো কোন জায়গা থেকে শুনছেন ?

উওরদাতাঃ এই ডাক্তাররাই বলছে ।

প্রশ্নকর্তা : ডাক্তাররা বলছে ?

উওরদাতাঃ হু । ডাক্তাররা ।

প্রশ্নকর্তা : কোন ধরনের ডাক্তার এরা ? কে বলছে ?

উওরদাতাঃ এই এম.বি.বি.এস. ডাক্তার । তারপর এই যে ডা:২৯ উনি বলছে ঔষুধটা দিলাম এটা কোর্স পুরা করবেন ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতাঃ পুরা যদি না করেন ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতাঃ আর ঔষুধে কাজ করবে না ।

প্রশ্নকর্তা : ঔষুধে কাজ করবে না ?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : তখন এটা সমস্যা না?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : বিশাল সমস্যা হয়ে যাবে । তো মানে এইযে কোর্স কমপ্লিট না করলে মানে এটা একটা চিন্তার বিষয় না?

উওরদাতাঃ হু ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি এ বিষয়ে চিন্তিতো না? মানে যখন আপনি ----

উওরদাতাঃ অবশ্যইতো চিন্তিতো ।

প্রশ্নকর্তা : মানে আপনে যখন ঔষুধ কিনেন বা ঔষুধ যখন ব্যবহার করেন জিনিস গুলা মেনে চলেন ?

উওরদাতাঃ অব্যশই মেনে চলি ।

প্রশ্নকর্তা : নিজেই মেনে চলেন । আর পরিবারের যারা আছে উনাদেরকে কি বলেন ?

উওরদাতাঃ তাদেরও তাদেরও মেনে চলার---

প্রশ্নকর্তা : শুনে তারা আপনার কথা শুনে , না ---?

উওরদাতাঃ অব্যশই শুনে ।

প্রশ্নকর্তা : শুনে না ? আচ্ছা আচ্ছা । তো মানে আমরা এ সমস্যা গুলা আর যাতে না হয় এজন্য ভবিষ্যৎতে আমরা কি করতে পারি ? মানে সরকারকে বা এ ধরনের যারা ডিসিশন নেয় বা বড় ধরনের আছে মানে আমরা কি ধরনের এটা দূর করতে এটা দূর করতে পারি? এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স যে হচ্ছে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এ জাতীয় অসুস্থতা যাতে না হয় এটা দুর করার জন্য আমরা কি করতে পারি চাচা?

উওরদাতা: এটা আমরা কি করতে পারি ?

প্রশ্নকর্তা : মানে কি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা সরকার ---

উওরদাতা: ঐটা সরকার নিব ।

প্রশ্নকর্তা : কি নিতে পারি ? কি ববস্থা নিতে পারে ? কয়েকটা আপনার বুদ্ধি পরামর্শ চাচ্ছিলাম আরকি ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : যে সাধারন মানুষ হিসেবে আমাদের ওতো কিছু বলার আছে ঠিক না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনি একজন অভিগ্য যেহেতু এত বছর ধরে অনেক ঔষুধ খাইছেন প্লাস অনেক ব্যবহার করছেন আপনার মাঝে যে অভিগ্যতা ; অভিগ্যতা থেকে আমরা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম আসলে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স যাতে না হয়, এজাতীয় অসুস্থতা দুর করার জন্য আমরা কি পদক্ষেপ বা ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ? সরকারের সাইড থেকে হইতে পারে বা জাতীয় ভাবে হইতে পারে, আমরা নিজেরাও করতে পারি । কি করা যেতে পারে ?

উওরদাতা: এই এন্টিবায়োটিক উঠায়া দাওয়া দরকার । হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : উঠালেতো রোগ ভাল হবে না ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : সে ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে মানে কোন ব্যবস্থাটা যেসন একটা বলাছলেন আপনি কোর্স কমপ্লিট করা যেটা ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : এটা একটা ।

উওরদাতা: মানুষের এই কি জানি কয় ? সচেতন করা ।

প্রশ্নকর্তা : সচেতন করা ?

উওরদাতা: সচেতন করা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর কি করা যেতে পারে?

উওরদাতা: এটাইতো মেইনতো সচেতন ।

প্রশ্নকর্তা : তো সচেতন হইলেও তো অনেক সময় অনেকে বলে না যে আমিতো বুঝতেছি কিন্তু খাইতেছি না । অবহেলা ঐ ইয়ের জন্য খাইতেছি না । তো সে ক্ষেত্রে কি করা যাইতে পারে ?

উওরদাতা: আর কি করা যাইতে পারে ? মেইন হইলো সচেতন করা । ডাক্তার ------

প্রশ্নকর্তা : সচেতন করা ? এটা সচেতন সচেতন ----

উওরদাতা: যারা যারা ডাক্তার ---

প্রশ্নকর্তা : জি ।

(৫০ মিনিট ০৫ সেকেন্ড)

উওরদাতা: ঔষুধ যখন এন্টিবায়োটিক দিব তখন ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: রোগীকে অবশ্যই সচেতন কইরে দাওয়া হোক ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো আপনি যখন ডাক্তারের কাছ থেকে ঔষুধ এন্টিবায়োটিক লেখে বা ইয়া লেখে ডাক্তারকি আপনাকে বুঝায় দেয় জিনিস গুলাকি ভাবে খাবেন এবং কয়টার সময় ?

উওরদাতা: সবসময় অ্যা -- আমাদের দেশের ডাক্তাররা বুঝায় না । কারন ঐ একটা ডাক্তারে মেডিকেল রোগী দেখে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আবার প্রইভেট রোগী দেখে । প্রাইভেট রোগই মনে করেন মেডিকেল দেখে হইলো ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: পঞ্চাশ ষাট্টজন ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আবার প্রাইভেটে আইয়া টাকা কামাই করে হইলো, ডাক্তারে রোগী দেখে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: সময়ই পায় না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা: এই সময় নাই তাগো ।

প্রশ্নকর্তা : সময় নাই ?

উওরদাতা: বুঝানের ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো সেক্ষেত্রে মানে আপনে তাইলে মেক্সিমাম সময়কি ডাক্তাররা এটা বুঝায় দেয় না নাকি হচ্ছে কাগজে লেখে দেয় আপনার দেখে নিজেরা বুঝেন বা কার থেকে বুঝেন এই জিনিসটা তাইলে?

উওরদাতা: এই-----

প্রশ্নকর্তা : যেমন নির্দেশিকা ছাড়া তো আপনার ঔষুধ ঠিকমত খাইতে পারবেন না?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কিভাবে বুঝেন চাচা?

উওরদাতা : এই ডাক্তার লিখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা : পনেরো দিন খাইতে হইব একসাপ্তাহ খাইতে হইব ।

প্রশ্নকর্তা : দিনে কয়টা কোন টাইমে খাবেন কত ঘন্টা পরপর? এটা কিভাবে বুঝেন চাচা?

উওরদাতা : এটা প্রেসকিপশনে লেখা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : প্রেসকিপশনে লেখা থাকে ?

উওরদাতা : বার ঘন্টা পরপর ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর এমনে ---------

উওরদাতা : আর কোনটা আট ঘন্টা পর পর ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আচ্ছা । আর এমনে ঔষুধের দোকান থেকে যখন কিনেন ঔষুধ তখন উনারা বুঝায় দেয় ঔষুধ?

উওরদাতা : অবশ্যই বুঝায় দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : ওরা বুঝায় দেয় না?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : যেমন একটা বলতে ছিলেন যে না..., না... ফার্মেসি ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : ওরা বুঝায় দেয় না ?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো চাচা অনেক কথা বললাম আসলে আমি অনেকগুলা জিনিস আপনার থেকে জানতে পারলাম, আর হচ্ছে যে আমার আলোচনা মোটামুটি শেষের দিকে, তো আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আমরা আপনার পরিবারের সবার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি। আমার কাছে ,আমাদের কাছে আপনার কিছু জানার আছে ? এমন কিছু জানার বা কোন প্রশ্ন ?

উওরদাতা : নাহ ।

প্রশ্নকর্তা : জিজ্ঞাসা কিছু নাই ?

উওরদাতা : নাই ।

প্রশ্নকর্তা : তো আমি আবারো আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি । আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুক আপনার পরিবারের সবাই সুস্থ থাকুক; তো আমার জন্য দোয়া করবেন ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : আসসালামুআলাইকুম ।

উওরদাতা : ওয়ালাইকুম আসসালাম ।